সিজিএস শান্তি প্রতিবেদন

বিপিও কর্তৃক একটি উদ্যোগ

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪
জুলাই-আগস্ট ২০১৯

বাংলাদেশে অপরাধ ও সহিংসতা: বিপিও-এর একটি বিশ্লেষণ

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ‘র‍্যাগিং’ ও ‘হেনস্তা’: বাংলাদেশ ও ভারতের প্রেক্ষাপটে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশে সহিংসতা মুক্ত শিক্ষায়তন সুদূর পরাহত

শিক্ষায়তনে সহিংসতা বিষয়ে মন্তব্য: ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সিজিএস শান্তি প্রতিবেদন

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি- বিপিও কর্তৃক একটি উদ্যোগ

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪
জুলাই-আগস্ট ২০১৯

বিপিও উপদেষ্টা পর্ষদ
স্টপ ভায়োলেন্স কোয়ালিশন
বাংলাদেশ পুলিশ
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ
অ্যাকশন এইড
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
দ্য ডেইলি স্টার
মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স

সম্পাদক
অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ

সম্পাদকীয় পর্ষদ
অধ্যাপক আমেনা মহসিন
ড. নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

গবেষণা সহযোগী
ফারহানা রাজ্জাক
সৌরভ ঘোষ
হুমায়ুন কবির
এম.এম. আরাফাত
আশিক মাহমুদ
ফাইজাহ সুলতানা
শাহ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন

গবেষণা শিক্ষানবিশ
মাশিয়াত জাফরিন হিয়া
মারিয়ুম ইসলাম
কে.এম. শাহরিয়ার হোসাইন
নজরুল ইসলাম

অনুবাদঃ খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ ছবিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিপিও এই ছবি সংগ্রহ করেছে। প্রচ্ছদে থাকা চিত্রটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) দেয়ালে আঁকা হয়েছিল।

স্বীকারোক্তিঃ ভিন্নভাবে উদ্ধৃতি না করে থাকলে, লেখা ও সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত মতামত, লেখক ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নিজস্ব বলে বিবেচিত হবে।

সূচিপত্রঃ

সম্পাদকীয়	১
বাংলাদেশে অপরাধ ও সহিংসতা: বিপিও-এর একটি বিশ্লেষণ	৩
সাম্প্রতিক সহিংসতাবিষয়ক তথ্য (জুন-জুলাই ২০১৯)	৩
বাংলাদেশে সহিংসতামুক্ত শিক্ষায়তন সুদূরপরাহত	১৩
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'র‍্যাগিং' ও 'হেনস্তা': বাংলাদেশ ও ভারতের প্রেক্ষাপটে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২০
বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি সহিংসতা	৩০
শিক্ষায়তনে সহিংসতাবিষয়ক বাছাইকৃত কিছু জীবনকাহিনী	৩৩
শিক্ষায়তনে সহিংসতা বিষয়ে মন্তব্য: ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৩৬
পরিশিষ্ট	৪০
তথ্যসূত্র	৪১

চিত্রঃ

১: সহিংসতার ঘটনার বিবরণ (জুন-জুলাই ২০১৯)	৩
২: সহিংস ঘটনার ফলাফল (এপ্রিল-মে ২০১৯)	৬
৩: সহিংস ঘটনার ফলাফল (জুন-জুলাই ২০১৯)	৬
৪: ঘটনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ (জুন-জুলাই ২০১৯)	৭
৫: সহিংস ঘটনার সংখ্যা (জুন-জুলাই ২০১৯)	৮
৬: দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঘটনার প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বণ্টন (জুন-জুলাই ২০১৯)	১০
৭: বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনার ত্রৈমাসিক চিত্র	১৫
৮: আহত হওয়া ও গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের ত্রৈমাসিক তুলনা	১৭
৯: সহিংসতার ধরন (জানুয়ারি ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯)	১৮
৯: সহিংসতার ধরন (জানুয়ারি ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯)	১৯

টেবিলঃ

১: জনসংখ্যার অনুপাতে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঘটনার প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বণ্টন (জুন-জুলাই ২০১৯)	১২
২: জানুয়ারি ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা	১৫
৩: ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আহত ও গ্রেপ্তারের সংখ্যা	১৬

সম্পাদকীয়

র‍্যাগিংয়ের আবির্ভাবের ফলে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল যেন এই সংস্কৃতিকে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের সব দেশেই তা করা উচিত ছিল। এটা করার পেছনে যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। র‍্যাগিংয়ের ইতিহাস ঘেঁটে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন:

> নতুনদের বর্বরোচিতভাবে স্বাগত জানানোর বেশ পুরনো পদ্ধতি র‍্যাগিং। এর উৎপত্তি খুঁজলে দেখা যাবে খ্রিষ্টাব্দ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর দিকে প্রাচীন গ্রিসে খেলাধুলায় ভর্তি হতে আসা নতুন শিক্ষার্থীদের সব ধরনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। উদ্দেশ্য ছিল নতুনদের মনে দলবদ্ধতার চেতনা বদ্ধমূল করে দেওয়া। ধীরে ধীরে সময়ের পরিক্রমায় এই পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরে সামরিক বাহিনীতে এই চর্চা শুরু হয়। আর সবশেষে এখন এটা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে।

বর্বরতার ধরন বিবেচনায় র‍্যাগিং সাদাচোখেই একটি ঘৃণ্য চর্চা। তাছাড়া, অস্বীকার করার উপায় নেই যে র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে অপদস্থ হওয়ার বিষয়টি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। অপদস্থতা থেকে ভালো কিছু আসা সম্ভব নয়। তাই র‍্যাগিং আইনগতভাবে অবৈধ করতে শুধু এই একটি কারণই যথেষ্ট।

অনেক কিছুই সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। সে চাইলে কম খেয়ে থাকতে পারে, জীর্ণ কোনো ঘরে বা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে পারে, ছেঁড়া কাপড় পরতে পারে, বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে থাকতে পারে, তপ্ত রোদে কাজ করতে পারে, বরফ-শীতল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে, এমনকি অল্প সময়ের ব্যবধানে সব কষ্ট ভুলেও যেতে পারে। কিন্তু অপদস্থ হওয়ার বিষয়টি মানুষ কখনো সহ্য করতে পারে না, ভুলেও যেতে পারে না। সেজন্যই আমরা মানুষ। কারণ, কেউ যখন অপদস্থ হয়, তখন তার মগজে বিষয়টি গেঁথে যায়। যতক্ষণ না অপদস্থের শিকার হওয়া ব্যক্তির মনমাফিক বিষয়টির সুরাহা হচ্ছে, ততক্ষণ সে চূড়ান্ত রকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। যেমন ধরা যাক তিউনিসিয়ার সিদি বৌজিদ শহরের হকার মোহাম্মদ বুয়াজিজির কথা। হকারের গাড়ি থেকে মালামাল বিক্রির অনুমতিপত্র ছিল না বুয়াজিজির। ফলে ফায়দা হামিদি নামে এক নারী পৌর কর্মকর্তা তাকে চড় মারে। এতে বুয়াজিজি অপদস্থ হয়। অভিযোগ জানাতে সে এক দৌড়ে প্রশাসকের কার্যালয়ে যায়। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না। উল্টো তাকে আরো গালাগাল দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বুয়াজিজি এমনও বলেছে যে যদি তার কথা কেউ না শোনে, তাহলে সে তার নিজের গায়ে আগুন দেবে; তখনো তাকে গালাগাল দেওয়া হয়। অপদস্থতার শিকার বুয়াজিজি ততক্ষণাৎ পাশের একটি গ্যাস স্টেশনে যায়। সেখান গিয়ে গ্যাসোলিনের একটি পাত্র কিনে এনে সে নিজের গায়ে ঢেলে

আগুন ধরিয়ে দেয়। নতুন প্রযুক্তির ফলে বুয়াজিজির নিজ শরীরে আগুন দেওয়ার দৃশ্য ধারণ করা হয় এবং তিউনিসিয়ার মানুষের কাছে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তারাও অপদস্থতা অনুভব করে রাস্তায় নেমে আসে। প্রথমে একজন একজন করে, এরপর হাজারে হাজারে এবং শেষ পর্যন্ত লাখে লাখে! বাকিটা এখন ইতিহাস।

আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ভিন্ন কিছু নয়। অপদস্থ হওয়ার প্রতিবাদ করার ফলেই সে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। আসলে র‍্যাগিং এবং বুলিং বা হেনস্তার নামে অপদস্থ করা এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নিয়মে পরিণত হয়েছে। আর বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এসব ঘটনা বেশি ঘটে। বিষয়টি বোঝা এত কঠিন কিছু নয়। কারণ, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় রাজনৈতিক দলাদলি ঘটে। উচ্চপদাসীন অ্যাকাডেমিশিয়ানদের (অথবা তাদের বলা যেতে পারে 'পার্টিডেমিকস') নির্বাচিত হওয়া বা বাছাই হওয়া নির্ভর করে তাদের দলীয় অর্জনের ওপর। এর ফলে, ভিন্নমত পোষণ করা এবং সহমত পোষণ না করলে অপদস্থ হতে হয়। যে ভিন্নমত পোষণ করে, তাকে হেনস্তাকারীরা যা খুশি তা-ই করতে পারে, নিপীড়ন থেকে শুরু করে শারীরিক আঘাত পর্যন্ত। কারণ যারা হেনস্তা করে, তারাও জানে যে পার্টিডেমিকসরাও তাদের ক্ষমতার শীর্ষে যাওয়ার জন্য এসব হেনস্তাকারীর ওপরই নির্ভর করে। ফলে র‍্যাগিং বা হেনস্তার সময় তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও পার্টিডেমিকসরা 'নরম' প্রতিক্রিয়া দেখাবে। যখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই অবস্থা বিরাজ করে, তখন গ্রাম-শহরনির্বিশেষে বিভিন্ন স্কুল-কলেজেও এগুলোর বিস্তার ঘটতে থাকে। এর মাধ্যমে দায়মুক্তির এক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যার পরিণতি ভয়াবহ।

এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে জিরো-টলারেন্স বা কোনো প্রকার সহিষ্ণুতা দেখানো চলবে না, যেমনটা সহিংস উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে চলে না। যত দ্রুত র‍্যাগিংকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন বলবৎ করা হবে, তত দ্রুতই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় আমাদের তরুণ জীবনগুলো বাঁচতে পারবে।

ইমতিয়াজ আহমেদ
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এবং
পরিচালক, সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফারহানা রাজ্জাক ও হুমায়ুন কবির

সহিংসতার হালনাগাদ: (জুন-জুলাই ২০১৯)

স্বনামধন্য বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) সহিংসতাবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত একত্র করে থাকে। বিপিও ২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে ২ হাজার ৫৯৫টি সহিংস[১] ও অহিংস[২] ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। সহিংসতার ধরন অনুযায়ী ১ নম্বর চিত্রে কিছু সাধারণ শ্রেণিবিভাগে এসব ঘটনা আলাদা করে দেখানো হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রতিটি শ্রেণিবিভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ১: ঘটনার বিবরণ (জুন-জুলাই ২০১৯)

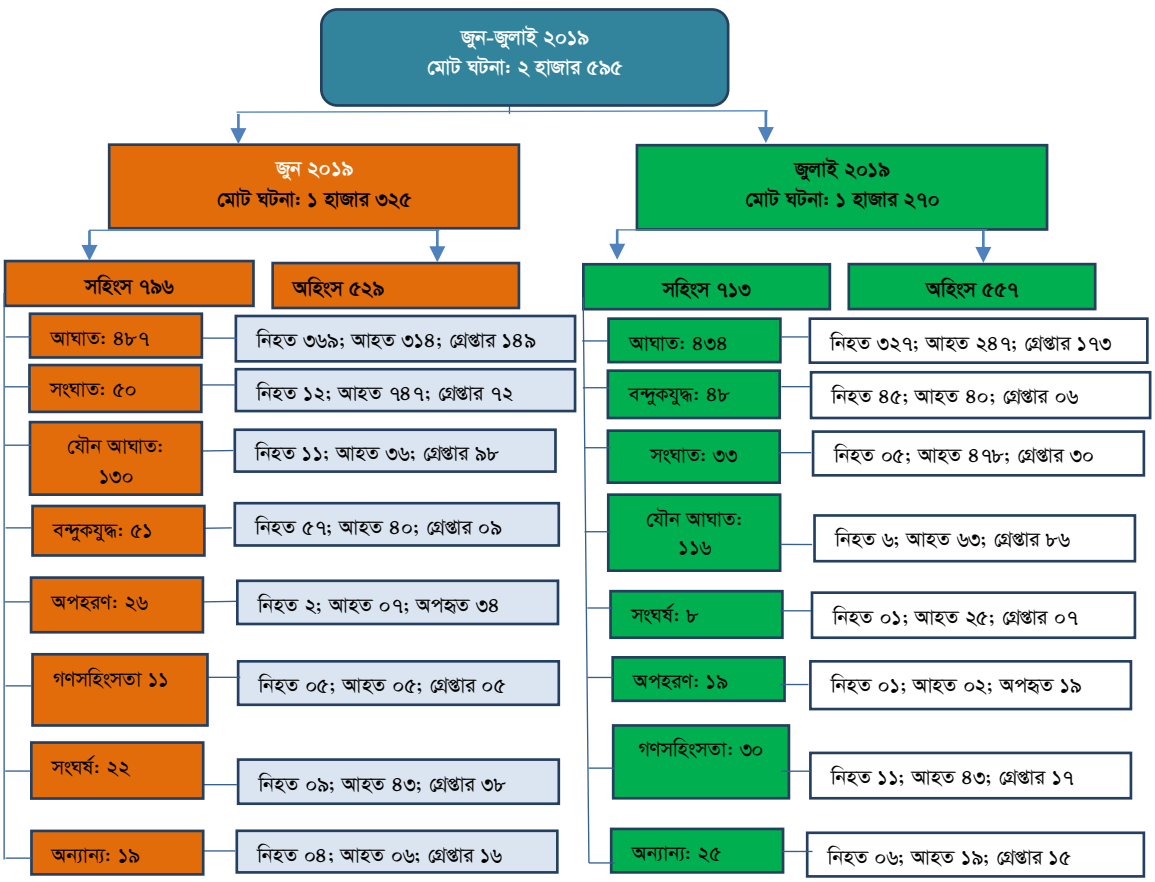

বিপিওর উপাত্ত থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক মাসেগুলোতে সহিংসতার ঘটনা তুলনামূলক কমেছে। জুন-জুলাই মাসে দেখা গেছে, সহিংসতার ঘটনা সামান্য কমেছে। ২০১৯ সালের এপ্রিল-মে মাসের সঙ্গে তুলনা করলে সহিংসতা কমার হার ০.০২ শতাংশ (২,৬০০ থেকে কমে হয়েছে ২,৫৯৫-**চিত্র ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য**)। আবার ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল-মে মাসে সহিংসতার ঘটনা কমেছে ৫.৬৯ শতাংশ (২,৭৫৭ থেকে কমে হয়েছে ২,৬০০)। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর ও ২০১৯ সালের জানুয়ারি– এই দুই মাসের সঙ্গে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের তুলনা করলে দেখা যাবে সহিংসতা কমে যাওয়ার হার ৯.৬১ শতাংশ (৩,০৫০ থেকে কমে হয়েছে ২,৭৫৭)। উপাত্ত থেকে সহিংসতার মোট ঘটনা কমার চিত্র পাওয়া গেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাগ করলে সহিংসতা বৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। যেমন যৌন আঘাতের শিকার হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৬৬ শতাংশ, অপহরণের ক্ষেত্রে ৩২.০৭ শতাংশ, এবং হতাহত হওয়ার ক্ষেত্রে ৭.২৬ শতাংশ। আগের মাসগুলোর চিত্র থেকে দেখা যায়, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল-মে মাসে যৌন আঘাতের ঘটনা বেড়েছে ৭৮.০৭ শতাংশ। আবার ২০১৮ সালের ডিসেম্বর ও ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যৌন আঘাত বেড়েছিল ৭২.৭৩ শতাংশ। ২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে মোট ২৬৭ জন যৌন আঘাতের শিকার হওয়া ব্যক্তির তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ১৭ জন নিহত হয়েছে আর ৯৯ জন আহত হয়েছে। অন্যদিকে, ৫৮টি[৩] ঘটনায় মোট ৭০ জন অপহরণের শিকার হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাদের মধ্যে অন্তত ২৬ জন উদ্ধার হয়েছে। এসব ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোট ৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। ২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, ২০১৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে ৮৬৯টি আঘাতের ঘটনায় মোট ৬৩০ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু জুন-জুলাই মাসে মৃত্যু ও আঘাতের সংখ্যা দুটোই বেড়েছে। ৯২১টি আঘাতের ঘটনায় ৬৯৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এগুলোর বাইরে, ২০১৯ সালের এপ্রিল-মে মাসের তুলনায় জুন-জুলাই মাসে সহিংসতায় আহত হওয়ার হার (১৭.৫৭ শতাংশ) এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে অপরাধীদের গ্রেপ্তার হওয়ার হার কমে যাওয়ার ঘটনা (৪.৪৬ শতাংশ) চোখে পড়ার মতো।

এর আগে, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ৭ হাজার ১৫৭ জনের গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেছে, যা ২০১৮ সালের ডিসেম্বর ও ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ১.৮৬ শতাংশ কম। ২০১৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মোট গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৫ হাজার ৭৭৪ জনকে। একই বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে

গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৭ হাজার ১০৪ জনকে। এখান থেকে দেখা যায়, আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবর-নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তারের হার বেড়েছিল ২৩.০৩ শতাংশ। কিন্তু সে বছরের জুন-জুলাই মাসের তুলনায় আবার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তারের হার কমেছিল ২৩.৫৫ শতাংশ। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর ও ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস দুটোয় ১ হাজার ৬৬৫টি ঘটনায় ৭ হাজার ২৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অর্থাৎ গ্রেপ্তারের হার বেড়েছিল ১.৯০ শতাংশ। কিন্তু এর তুলনায় পরের দুমাস, অর্থাৎ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গ্রেপ্তারের হার কমেছিল ১.৮৬ শতাংশ। এ দুমাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৭ হাজার ১৫৭ জনকে। আবার পরবর্তী দুমাস, অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে মোট গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৫ হাজার ১০৪ জনকে। এখান থেকে দেখা যায়, এ দুমাসে গ্রেপ্তারের হার কমেছে ২৮.৬৮ শতাংশ।

চিত্র ২ : সহিংস ঘটনার ফলাফল (এপ্রিল-মে ২০১৯)

চিত্র ৩: সহিংস ঘটনার ফলাফল (জুন-জুলাই ২০১৯)

মাস হিসেবে ভাগ করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালের জুন ও জুলাই মাসে ঘটনা ঘটা ও ফলাফলের মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে (চিত্র ৪ ও ৫ দ্রষ্টব্য)। চিত্র দুটোয় দেখা যায় ২০১৯ সালের জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে ঘটনা ঘটার হার (৪.১৫ শতাংশ), মৃত্যুর হার (১৪.২৮ শতাংশ), এবং আহত হওয়ার হার (২৩.৪৫ শতাংশ) কমেছে। আবার গ্রেপ্তার হওয়ার হার ৩৮.৯১ শতাংশ বেড়েছে। আহত হওয়ার ঘটনা যা পাওয়া গেছে, সেখান থেকে দেখা যায়, ২০১৯ সালের জুন মাসে ২৪৭টি সহিংস ঘটনায় মোট ১ হাজার ১৯৮ জন আহত হয়েছিল। কিন্তু একই বছর জুলাই মাসে ২৬৩টি সহিংস ঘটনায় মোট ৯১৭ জন আহত হয়েছে। যেসব কারণে বেশির ভাগ আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে রয়েছে আঘাত, যৌন আঘাত, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে সংঘাত, আধিপত্য বিস্তার, ভূমি বিরোধ, ব্যক্তিগত বিষয়, অভিযান পরিচালনা এবং বন্দুকযুদ্ধ।

৪ নম্বর চিত্রে দেখা যায়, ২০১৯ সালের জুলাই মাসের তুলনায় জুন মাসে সহিংসতায় মৃত্যুর সংখ্যা বেশি ছিল। জুন মাসে ৪৪০টি সহিংসতার ঘটনায় মোট ৪৬৯ জন নিহত হয়েছিল, যেখানে জুলাই মাসে ৪০২টি সহিংসতার ঘটনায় নিহত হয়েছিল ৩৭৮ জন। বিপিওর উপাত্ত থেকে দেখা যায়, বেশির ভাগ মৃত্যু ঘটেছে যেসব ঘটনায়, তার মধ্যে রয়েছে যৌন আঘাত, পারিবারিক সহিংসতা, ভূমিসংক্রান্ত সহিংসতা, বন্দুকযুদ্ধ, সামাজিক বিষয়, অর্থনৈতিক বিরোধ এবং ডাকাতি। এছাড়া, ২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে মোট ১৫৫ জন আত্মহত্যা করেছে, যার মধ্যে ৭৭ জনই নারী। আর সারা দেশে অজ্ঞাতপরিচয় হত্যাকারীর হাতে অন্তত ২৪৯ জন নিহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

চিত্র ৪: ঘটনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ (জুন-জুলাই ২০১৯)

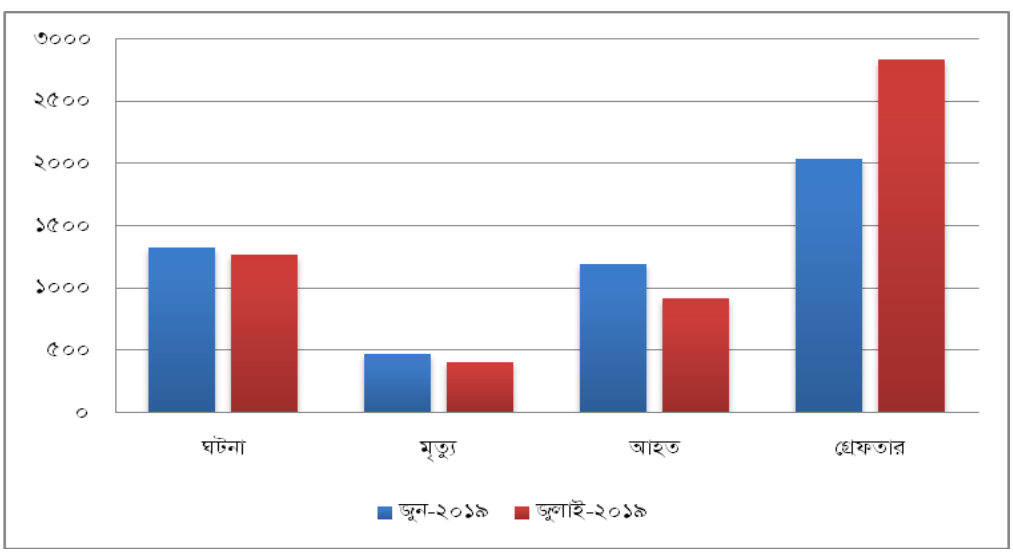

চিত্র ৫: সহিংস ঘটনার সংখ্যা (জুন-জুলাই ২০১৯)

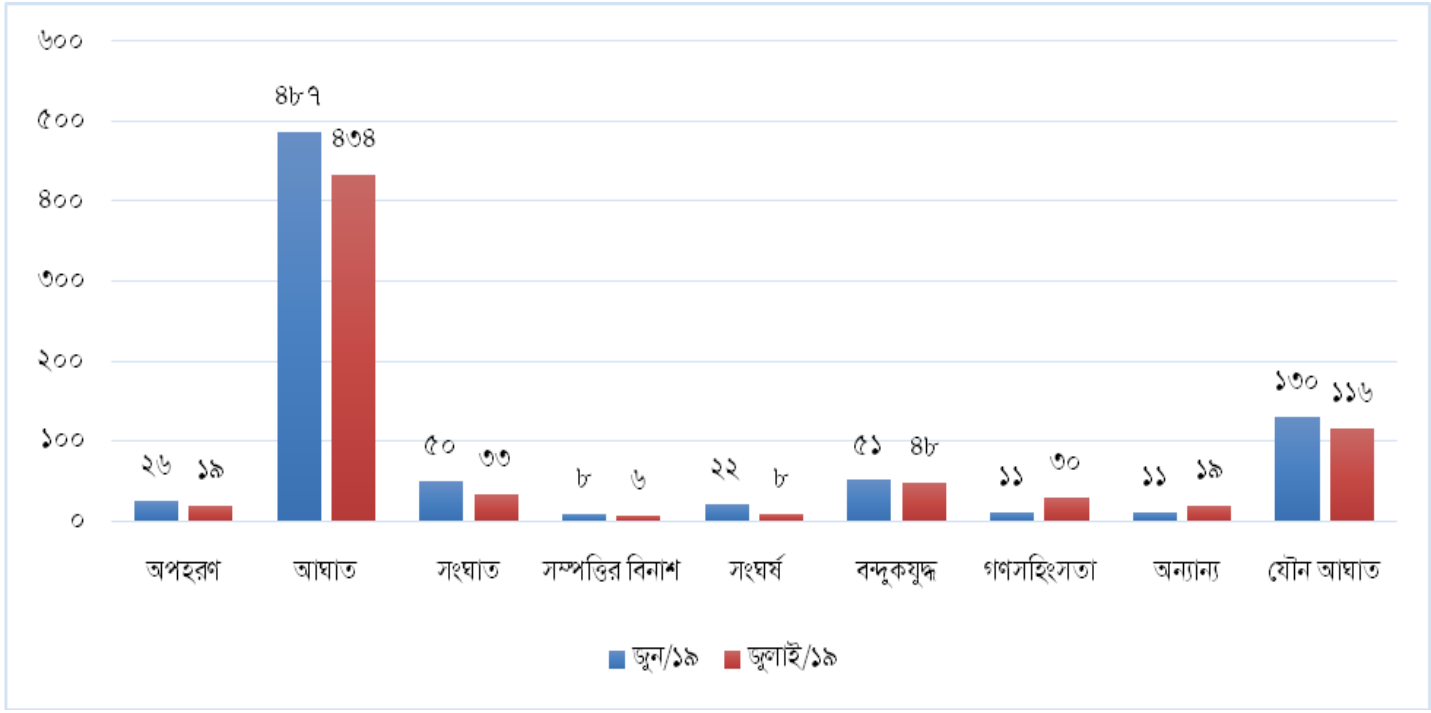

ওপরে ৫ নম্বর চিত্র থেকে সংখ্যার দিক থেকে দুই মাসের সহিংস ঘটনার তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। যদিও মোট সহিংস ঘটনার সংখ্যা কমেছে, যেমনটা ১ নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে, কিন্তু ২০১৯ সালের জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে গণসহিংসতার সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে গণসহিংসতায় মোট ১১ জন নিহত ও ৪৩ জন আহত হয়েছে। তাদের বেশির ভাগই চুরি, ছেলেধরা এবং গুজবের কারণে গণপিটুনির শিকার হয়েছে।[৪]

২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে স্থানভেদে বিপিওর সংগৃহীত ঘটনা এবং এর ফলাফলের অবস্থা জানা যায় ৬ নম্বর চিত্র থেকে। ঘটনা ঘটার দিক থেকে ঢাকা বিভাগ শীর্ষে রয়েছে। এ বিভাগে মোট ৬৯০টি ঘটনায় ৫৫৮ জন আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম। সেখানে ৬৬৫টি ঘটনায় আহত হয়েছে ৫৪১ জন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিহত হওয়ার সংখ্যা প্রায় সমান। ঢাকায় নিহত হয়েছে ২৪১ জন আর চট্টগ্রামে ২৪০ জন।

সহিংস জনতা রেনুকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ থেকে টেনে বের করে। 'একজন ছেলেধরা পাওয়া গেছে' বলে তারা রেনুকে টেনে আনে। যখন তাকে গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছিল, তখন প্রতক্ষ্যদর্শীরা সেই ঘটনার ভিডিও করায় ব্যস্ত। শিক্ষকরা পুলিশকে ঘটনাটি জানায়। কিন্তু ধাতুর রড হাতে উন্মত্ত জনতা কে কী বলছে, তার ধার ধারেনি। পুলিশ আসার আগেই তারা রেনুকে হত্যা করে।[৫] পরবর্তীকালে, রেনুর ভাগ্নে ৪০০-৫০০ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির নামে বাড্ডা থানায় মামলা করে। ভিডিও ফুটেজ দেখে পুলিশ ঘটনার মূল হোতাদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। নতুন পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ সব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ৩৫ বছর বয়সী রিয়া খাতুন, যে রেনুকে ছেলেধরা আখ্যায়িত করে বিশৃঙ্খলা শুরু করে। পাশাপাশি ইব্রাহিম হোসেন হৃদয়কেও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, গণপিটুনি দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল হৃদয়। এমনকি রেনু মারা যাওয়ার পরও হৃদয় তাকে প্রহার করতে থাকে।[৬] ২০১৯ সালের ২৫ নভেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ রয়েছে।

অপরদিকে, রাজশাহী বিভাগ ঘটনা ঘটার (৪৬২টি) দিক থেকে এবং মৃত্যুর (১৪৩ জন) দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে আর আহত হওয়ার (২১৩ জন) দিক থেকে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু গ্রেপ্তার (১ হাজার ৪২৭ জন) করার দিক থেকে রাজশাহী বিভাগ আবার সবার ওপরে। এর আগের দুমাসে, সব দিক থেকেই ঢাকা ছিল শীর্ষ স্থানে। সে দুমাসে ঢাকা বিভাগে ঘটনা ঘটেছিল ৮১৪টি, মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২২৯ জন, আহত হয়েছিল ৮১৪ জন আর গ্রেপ্তারের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল ২ হাজার ৩৪৯ জনের। ২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে এই তিন বিভাগে ৫৮১টি সহিংস ঘটনায় ১৭৪ জন নারীসহ মোট ৬২৩ জন নিহত হয়েছে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে ৭৪ জন যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার, ১১২ জন আত্মহত্যা করেছে, ৯০ জন নিহত হয়েছে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে, ১২ জন নিহত হয়েছে সংঘাতের ফলে, এবং ১১ জন নিহত হয়েছে গণপিটুনির শিকার হয়ে। এসব নিহতের ঘটনার মধ্যে ২০১৯ সালের ২০ জুলাই তারিখে একটি বেদনায়ক ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার স্থান ঢাকা শহরের উত্তর বাড্ডা এলাকা। সেখানে ৪২ বছর বয়সী এক নারী, যিনি দুই সন্তানের মা, তিনি ভয়ানক গণপিটুনির শিকার হয়ে নিহত হন। তাকে শিশু অপহরণকারী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়।[৭] ঢাকার একটি বিদ্যালয়ের সামনে ঘটনাটি ঘটে। সেই নারী সেখানে

গিয়েছিলেন তার সন্তানের ভর্তির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।

বিপিওর উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে যথাক্রমে রাজশাহী (১,৪০৭), ঢাকা (১,২০৯) ও বরিশাল (৭৬২) বিভাগে। বেশির ভাগ গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে অভিযান এবং মাদক ব্যবসা, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান এবং চিরুনি অভিযান পরিচালনার সময়।

চিত্র ৬: প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঘটনার বণ্টন (জুন-জুলাই ২০১৯)

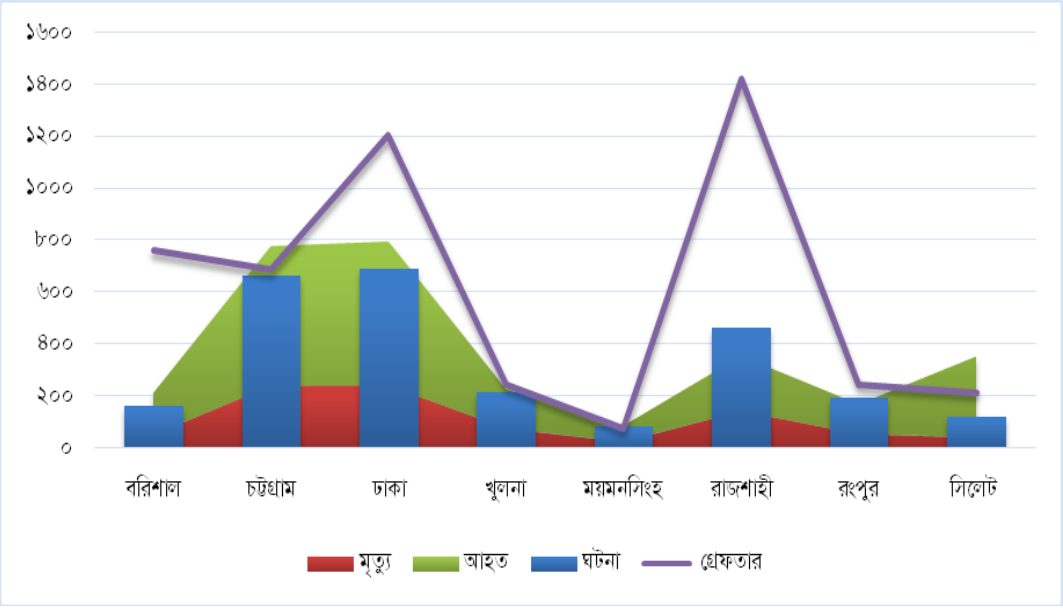

অপরাধ ও সহিংসতার দিক থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ অদলবদল করে শীর্ষ তিনে উঠে আসার কারণ হলো এই বিভাগগুলোর জনসংখ্যা। তবে যদি ঘটনা ঘটা এবং সেগুলোর ফলাফলের সঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাতের সম্পর্ক দেখা হয়, তাহলে একটি ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ে (১ নম্বর টেবিল দ্রষ্টব্য)। ঘটনা ঘটা ও মোট সংখ্যার বিচারে বরিশাল বিভাগ কম সহিংসতাপ্রবণ হলেও জনসংখ্যার অনুপাতে[৮] এই বিভাগে ঘটনা ঘটা, মৃত্যুর সংখ্যা এবং আহত হওয়ার সংখ্যার তালিকায় ওপরের দিকে অবস্থান করবে। চট্টগ্রাম বিভাগেরও বরিশালের মতো একই রকম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এসব সহিংসতার বেশির ভাগই ঘটে যৌন সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং ভূমি, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নিয়ে বিভিন্ন সংঘাত হিসেবে। সিলেট বিভাগে ঘটনা ঘটার হার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে আহত হওয়ার ঘটনা সিলেট বিভাগে সর্বোচ্চ। শুধু সিলেটেই অন্তত চারটি বড় আকারের সংঘাত[৯] ঘটেছে, যার ফলে ১৮০ জন আহত হয়েছে। এসব সংঘাত ঘটার পেছনে পূর্বশত্রুতা, ভূমি বিরোধ এবং অন্যান্য ছোটখাটো বিষয় কাজ করেছে।[১০,১১,১২,১৩] বরিশালে ছয়টি সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। তাতে ৯৭ জন আহত হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে অন্যতম বড় সংঘাতটি ঘটেছে পটুয়াখালী জেলায়। আরেকটি সংঘাত ঘটেছিল ভূমি বিরোধসংক্রান্ত কারণে।[১৪] চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পাঁচটি বড় আকারের সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব সংঘাতের কারণ ছিল পণ্যের গুণগত মান নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্বন্দ্ব, হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পূর্বশত্রুতা এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়।[১৫,১৬,১৭]

টেবিল ১: জনসংখ্যার অনুপাতে প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঘটনার বণ্টন (জুন-জুলাই ২০১৯)

বিভাগ	ঘটনা	জনসংখ্যার ভিত্তিতে হার*	মৃত্যু	জনসংখ্যার ভিত্তিতে হার*	নারী মৃত্যু	জনসংখ্যার ভিত্তিতে হার*	আহত	জনসংখ্যার ভিত্তিতে হার*	আহত নারীর সংখ্যা	জনসংখ্যার ভিত্তিতে হার*
বরিশাল	১৬৩	১১.৭৫ (তৃতীয়)	৫১	৩.৬৮ (তৃতীয়)	১৩	০.৯৪ (তৃতীয়)	১৬২	১১.৬৭ (দ্বিতীয়)	২৩	১.৬৬ (প্রথম)
চট্টগ্রাম	৬৬৫	১৩.৬৯ (দ্বিতীয়)	২৪০	৪.৯৪ (প্রথম)	৬৪	১.৩২ (দ্বিতীয়)	৫৪১	১১.১৪ (তৃতীয়)	৬২	১.২৮ (দ্বিতীয়)
ঢাকা	৬৯০	৮.৩৩ (চতুর্থ)	২৪১	২.৯১ (চতুর্থ)	৬৪	০.৭৭ (পঞ্চম)	৫৫৮	৬.৭৩ (পঞ্চম)	৬৫	০.৭৮ (ষষ্ঠ)
খুলনা	২১৪	৮.১৮ (পঞ্চম)	৭৬	২.৯১ (চতুর্থ)	১৪	০.৫৪ (সপ্তম)	১৫২	৫.৮১ (ষষ্ঠ)	২৪	০.৯২ (পঞ্চম)
ময়মনসিংহ	৮২	৪.৩৩ (অষ্টম)	২৪	১.২৭ (সপ্তম)	৫	০.২৬ (অষ্টম)	৬২	৩.২৭ (অষ্টম)	১৩	০.৬৯ (সপ্তম)
রাজশাহী	৪৬২	১৫.০০ (প্রথম)	১৪৩	৪.৬৪ (দ্বিতীয়)	৪৬	১.৪৯ (প্রথম)	২১৩	৬.৯১ (চতুর্থ)	৩৯	১.২৭ (তৃতীয়)
রংপুর	১৯৬	৭.৪৫ (সপ্তম)	৫৫	২.০৯ (ষষ্ঠ)	২০	০.৭৬ (ষষ্ঠ)	১১৪	৪.৩৩ (সপ্তম)	১৮	০.৬৮ (অষ্টম)
সিলেট	১২৩	৭.৫৩ (ষষ্ঠ)	৪১	২.৫১ (পঞ্চম)	১৪	০.৮৬ (চতুর্থ)	৩১৩	১৯.১৫ (প্রথম)	১৮	১.১০ (চতুর্থ)

* প্রতি ১ লাখ জনে

শীর্ষ তিন বিভাগ (জনসংখ্যার ভিত্তিতে)		
ঘটনার উপস্থিতি	মোট মৃত্যু	মোট আহত
১. রাজশাহী	১. চট্টগ্রাম	১. সিলেট
২. চট্টগ্রাম	২. রাজশাহী	২. বরিশাল
৩. বরিশাল	৩. বরিশাল	৩. চট্টগ্রাম

বাংলাদেশে সহিংসতামুক্ত শিক্ষায়তন সুদূরপরাহত

সৌরভ ঘোষ

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) কিছুদিন আগে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এর ফলে দেশব্যাপী ব্যাপক হইচই পড়ে যায়।[১৮] আবরারের শরীরে আঘাতের চিহ্নের যেসব অস্বস্তিকর ছবি দেখা গেছে, তাতে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বছরের পর বছর ধরে শিক্ষায়তনে এসব সহিংসতার কারণে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস একটি পবিত্র জায়গা হিসেবে বিবেচিত। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পাঠদান ও শিক্ষণের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ পাবে বলেই আশা করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের মতো বহু ঘটনায় শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, রাজনীতির নামে ছাত্রসংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে আসছে। এর ফলে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়ে চলেছে।[১৯] এই ঘটনায় তাই প্রশ্ন উঠেছে যে বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি কি আরো এত বেশি সহিংস হয়ে উঠেছে?

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষার্থীদের এমন ভূমিকার কারণেই বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এরও আগে ১৯৫২ সালে এই শিক্ষার্থীরাই ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিলেছে। তাছাড়া, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং সংসদ নির্বাচনের দাবিতে জনগণের সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিল শিক্ষার্থীরা।[২০] তবে ছাত্ররাজনীতির এই গৌরবোজ্জ্বল অতীত বিগত কয়েক দশকে কলুষিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলোর সহিংস কর্মকাণ্ড এর জন্য দায়ী। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যা, নির্যাতন, যৌন হয়রানি বা র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনা নিয়মিত ঘটছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও নাগরিক সমাজের সদস্যরা মনে করেন, মূলধারার রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক থাকাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস কর্মকাণ্ডের উত্থানের পেছনে মূল কারণ।[২১] বিশেষজ্ঞ মত অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধারাবাহিক সহিংসতার ঘটনার পেছনে মূল কারণ হলো দায়মুক্তির সংস্কৃতি।[২২] গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে

সংঘটিত অন্তত ১৫১টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অপরাধীদের কোনো বিচার হয়নি।[২৩] বিচার না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে অপরাধীদের সংশ্লিষ্টতা।[২৪] এছাড়াও, ক্ষমতাসীন দলের যেখানে কথা ছিল শিক্ষায়তনে একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করার, এর বদলে তারা হত্যাকাণ্ড ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে।[২৫]

ছাত্ররাজনীতি পৃথিবীর কোথাও বিরল কোনো বিষয় নয়। অনেক দেশেই ছাত্র সংসদ বা দল সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত। তবে উন্নয়নশীল দেশে ছাত্রসংগঠনগুলো প্রায়ই দেখা যায় জাতীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। এরা আবার সক্রিয়ভাবে জাতীয় রাজনীতিতেও জড়িত। এর পেছনে বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণ রয়েছে।[২৬] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতি থেকে ছাত্ররাজনীতি পৃথক করা কঠিন। কারণ, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে জোরালো সম্পর্ক বজায় রাখে।[২৭] ঐতিহাসিকভাবেই দেখা গেছে, জাতীয় নির্বাচনের পরপরই বিজয়ী রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন প্রায় সব কটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হলগুলোর দখল নিয়ে নেয়।[২৮]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল সবক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করে। তাই তাদের ছাত্রসংগঠনগুলোর উচ্চপদাসীন নেতারা বিরোধী পক্ষ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে সশস্ত্র মাস্তান নিজেদের করায়ত্তে রাখে। এতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই।[২৯] তবে বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস শুধু সহিংসতার প্রতীকসর্বস্ব নয়। এমন নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু সহিংসতাই ঘটে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনর্যাত্রা দেখলে বোঝা যায় যে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এরপরও, রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময়ে ছাত্ররাজনীতিকে নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।[৩০] এসব প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে আমাদের এই বিষয়ে গভীর গবেষণার প্রয়োজন। এর মাধ্যমে বোঝা যাবে কেন ছাত্ররাজনীতি তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত হারাল, আর কেনই-বা স্বাধীনতাত্তোর সময়ে ছাত্ররাজনীতি সহিংসতাপ্রবণ হয়ে উঠল। বর্তমান লেখায় ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতার ধারা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধারা বোঝার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার একটি বিশ্লেষণ

বিপিওর উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৮ সালের চেয়ে ২০১৯ সালে ঘটনা বেশি ঘটেছে। বিপিও থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৯৫টি ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার মধ্যে সহিংস ও অহিংস– দুই ধরনের ঘটনাই রয়েছে। এই বিশ্লেষণের প্রতিফলন রয়েছে ২ নম্বর টেবিলে। তবে ২০১৯ সালের অর্ধেক না যেতেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ৮৮টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে গেছে।

টেবিল ২: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে ঘটনা			
বছর	সহিংস	অহিংস[৩১]	মোট
২০১৮	৯২	৩	৯৫
২০১৯ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	৭৫	১৩	৮৮
সর্বমোট	১৬৭	১৬	১৮৩

চিত্র ৭: বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনার ত্রৈমাসিক চিত্র

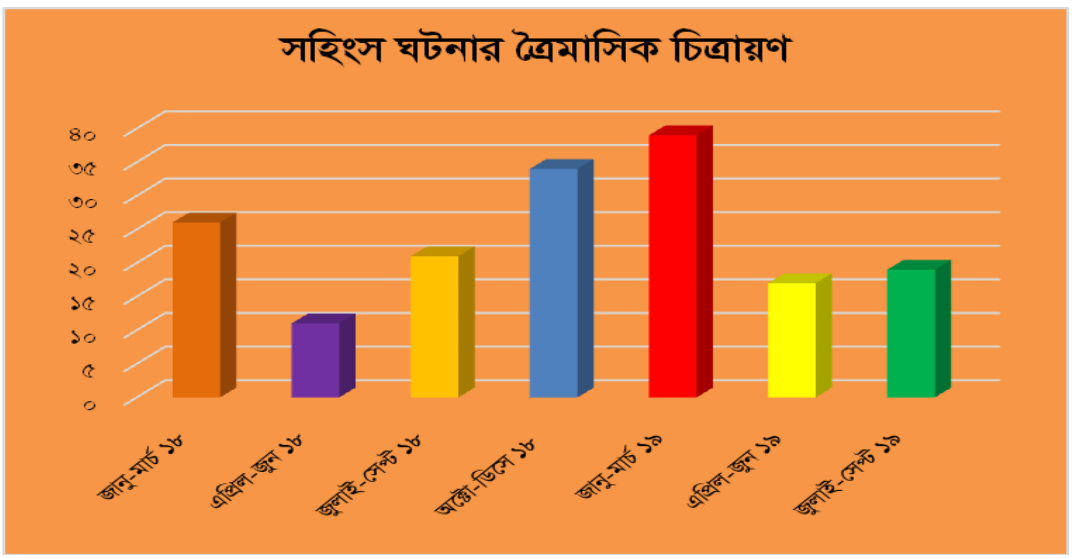

বিপিওর তিন মাসের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত বছরের শেষ তিন মাস এবং এই বছরের প্রথম তিন মাসে শিক্ষায়তনে সহিংসতা গাণিতিকভাবে বেড়েছে। ৭ নম্বর চিত্রে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষায়তনে অন্তত ৩৪টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসে সহিংস ঘটনা ঘটার সংখ্যা সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই তিন মাসে সর্বোচ্চ ৩৯টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এর পরের তিন মাসে আবার দ্রুত সহিংস ঘটনার সংখ্যা কমে যায়। তবে ২০১৯ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সহিংস ঘটনার সংখ্যা আবারও বাড়তে থাকে। বর্তমান বৃদ্ধির হার দেখে ধারণা করা যায় যে বছরের শেষে গিয়ে ঘটনার সংখ্যা বছরের প্রথম তিন মাসের মতোই হবে।

টেবিল ৩: ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আহত ও গ্রেপ্তারের সংখ্যা

বছর	আহত	গ্রেপ্তার
২০১৮	৪১৯	৩০
২০১৯ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	৫৫৫	৭৫
সর্বমোট	৯৭৪	১০৫

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে সহিংস কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে ২০১৯ সালে। সে হিসাবে বলা যায়, এসব ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত আহত হওয়া ও গ্রেপ্তারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে এ বছর। টেবিল-৩ থেকে দেখা যায় যে ২০১৮ সালে মোট ৪১৯ জন আহত হয়েছিল। বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মোট ৩০ জনের আটক হওয়ার খবর পাওয়া যায়। কিন্তু ২০১৯ সালে আহত হওয়ার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৫ জনে। এসব ঘটনায় আটকও করা হয়েছে ২০১৮ সালের দ্বিগুণ অভিযুক্তকে। পাশাপাশি, ৮ নম্বর চিত্রে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ভাগ করলে দেখা যায় যে ২০১৮ ও ২০১৯ বছর দুটোয় শুরুর মাসগুলোতে আহত হওয়ার সংখ্যা বেশি ছিল। ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসে অন্তত ২৫৩ জন আহত হয়। এসব সহিংস ঘটনায় জড়িত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আহত হওয়ার সংখ্যা আবারও জুলাই-সেপ্টেম্বর তিন মাসে বৃদ্ধি পায়। বিপিওর উপাত্ত থেকে দেখা যায়, এই তিন মাসে ১৭৪ জন আহত হয়েছিল। তবে এই তিন মাসে আটক করার সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। কারণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাত্র ১২ জনকে আটক করেছিল।

চিত্র ৮: আহত হওয়া ও গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের ত্রৈমাসিক তুলনা

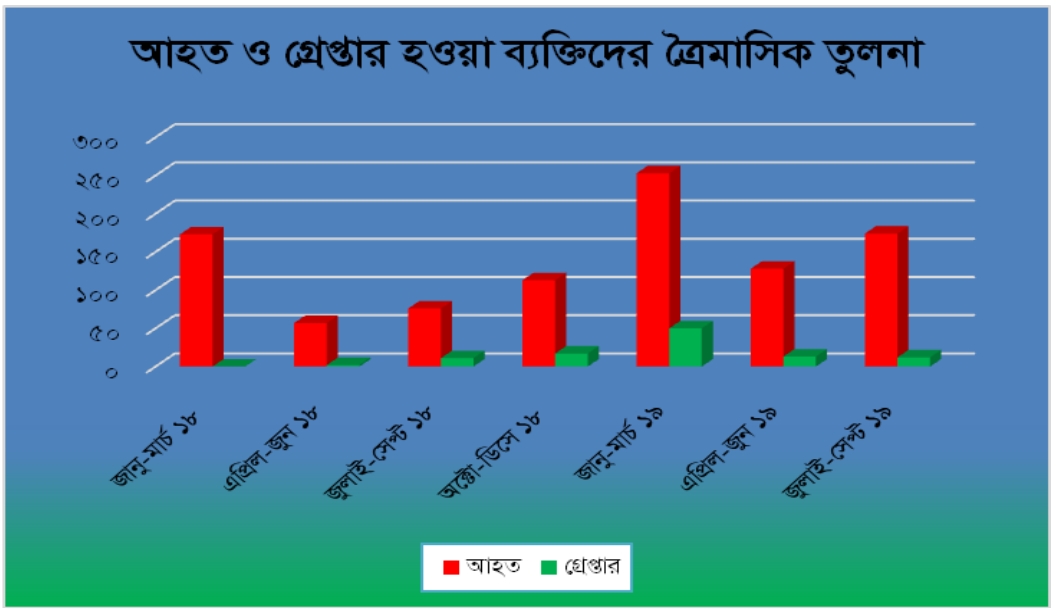

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবলে প্রথমেই মনে আসবে শিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে আলোচনা করছে, নয়তো চুপচাপ পড়াশোনা করছে, অথবা নাচ, গান বা নাটকের মতো বিনোদনমূলক কাজকর্ম করছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই চিত্র কিছুটা ভিন্ন। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের খবরে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, তারা ভোঁতা ও ধারালো– দুই ধরনের অস্ত্রই বহন করছে। ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ডে অন্তত ১২ বার চাপাতি ও চাকুর মতো ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। উপরন্তু, ২০১৮ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ডে অন্তত ৪২ বার ছোট লাঠি, লাঠি, পাথর ও বোতলের মতো ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ সহিংস কর্মকাণ্ডে ভোঁতা অস্ত্রের ব্যবহার কমে হয়েছে ২৬। অন্যদিকে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আঘাতজনিত ঘটনা ঘটেছে বেশি। চিত্র-৯ থেকে দেখা যায়, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অন্তত ৮৬টি আঘাতজনিত সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে ৪৮টি ঘটনায় শিক্ষার্থীরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে বেদনাদায়ক র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই এসব ঘটনা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে কম জানা যায়। বিপিওর উপাত্ত থেকে দেখা যায়, এই সময়কালে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ৯টি র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় ৯ জন শিক্ষার্থী হেনস্তার শিকার হয়েছে।

চিত্র ৯: সহিংসতার ধরন (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯)

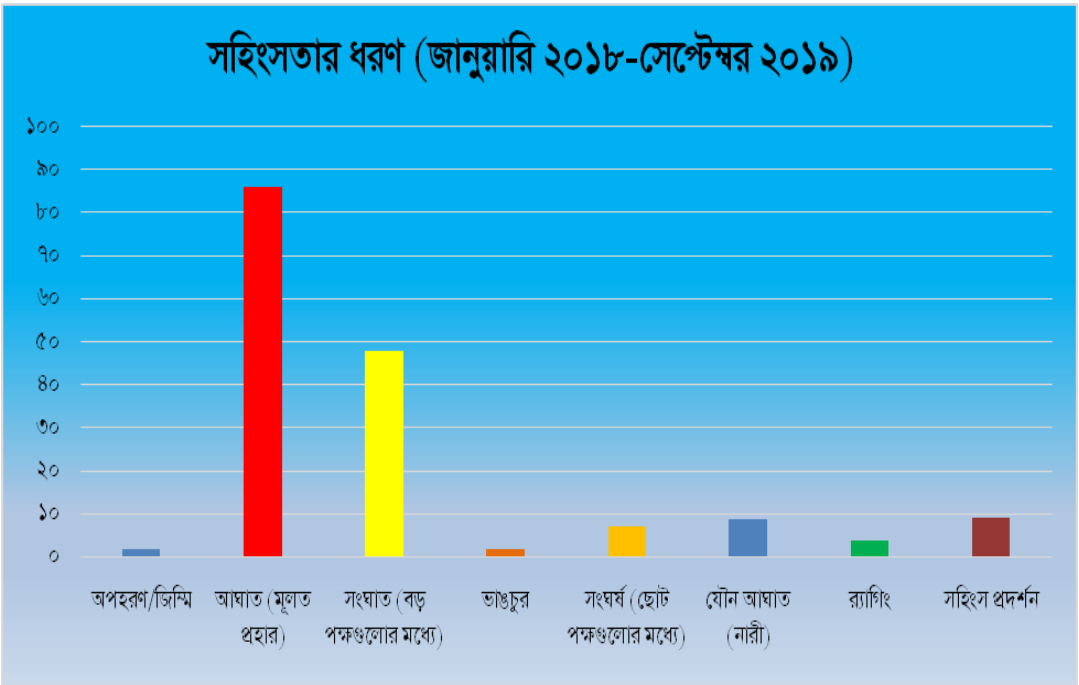

সহিংস ঘটনা ঘটার দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে প্রথম অবস্থানে রয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দুটো বিশ্ববিদ্যালয়েই ৩৩টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়কালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪টি আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে।

চিত্র ১০: সহিংস ঘটনার সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান

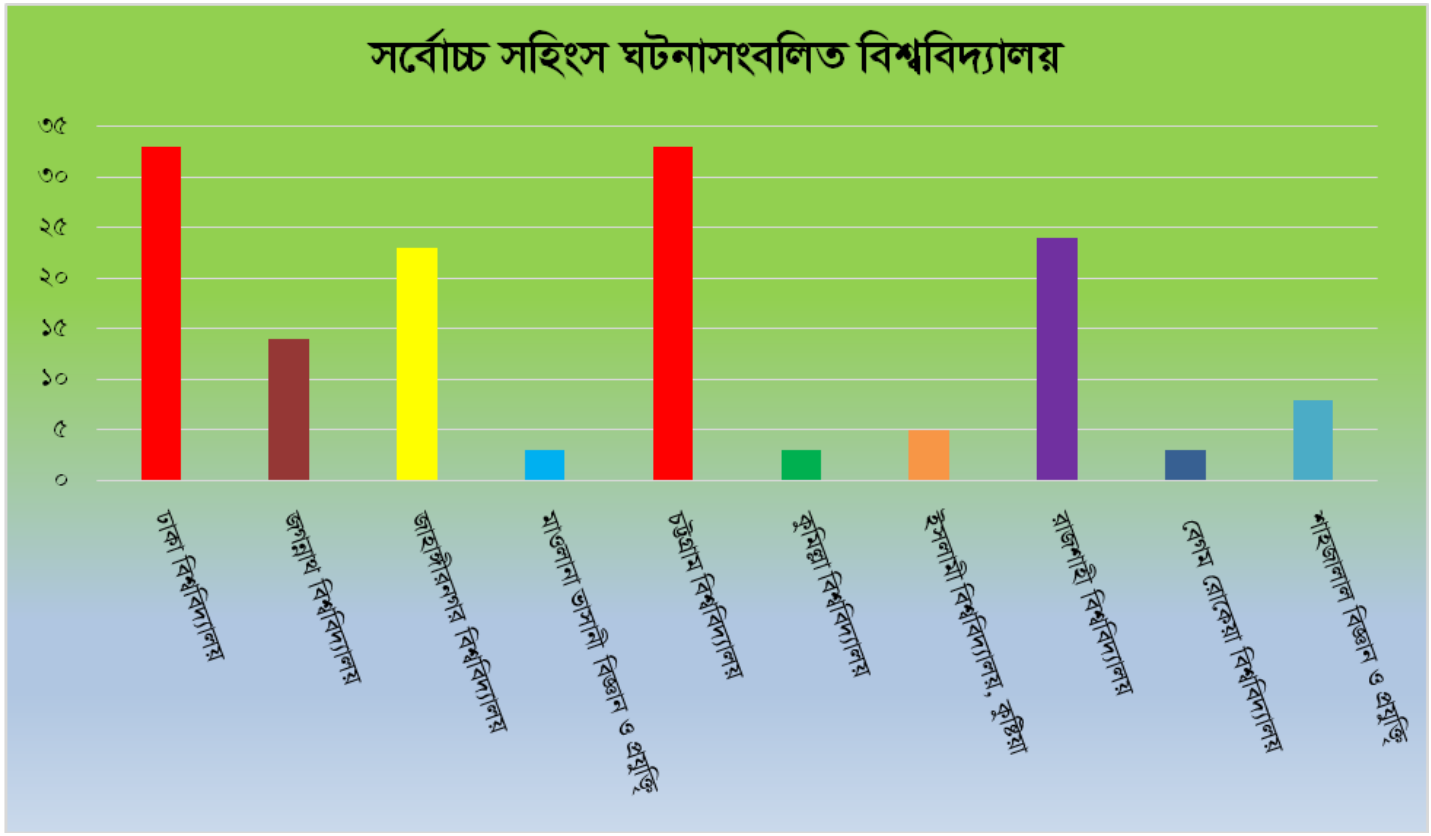

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ‘র‍্যাগিং’ ও ‘হেনস্তা’: বাংলাদেশ ও ভারতের প্রেক্ষাপটে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এফ এম আরাফাত[৩২]

‘র‍্যাগিং’ বা ‘হেনস্তা’ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন এবং অপদস্থতা বা হয়রানি। আর এই কাজগুলো করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা। বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই চর্চা হয়ে থাকে। ‘র‍্যাগিং’ শব্দটি ‘পরিচিতি পর্ব’ হিসেবে বেশির ভাগ সময়ে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ও শ্রীলঙ্কার মতো দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোয় এই কাজকে ‘র‍্যাগিং’ বলা হয়।[৩৩] একই রকম কাজকে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন এটাকে যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় ‘হ্যাজিং’, ফ্রান্সে ‘বাইজুতে’ (bizutage), পর্তুগালে ‘প্রাক্সে’ (praxe), নেদারল্যান্ডসে ‘ডুপ’ (doop) এবং ফিনল্যান্ডে ‘মপোকাস্তে’ (Mopokaste)।[৩৪] বাংলাদেশ ও ভারত–দুদেশেই র‍্যাগিং একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং ও হেনস্তার ঘটনা ঠেকানোর ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। গণমাধ্যমের খবরে মাঝেমধ্যে র‍্যাগিং ও হেনস্তার মতো ঘটনার খবর দেখা যেত। কিন্তু আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পরে বিষয়টি অনেক বেশি মনোযোগ কেড়েছে। আবরার ফাহাদ ছিল বাংলাদেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।[৩৫] এই লেখায় ভারত ও বাংলাদেশ–দুই দেশেরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় র‍্যাগিং ও হেনস্তার চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও নিম্নোক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ ও ভারতের র‍্যাগিংবিরোধী নীতিমালা ও আইনসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হেনস্তার বিভিন্ন ধরনের মধ্যে র‍্যাগিং সবচেয়ে পরিচিত। এর মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাত্রায় শারীরিক, মানসিক ও মৌখিকভাবে নির্যাতন করে থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও নতুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে একধরনের ‘বরফ গলানো অধিবেশন’ হিসেবে এই চর্চাকে সাধারণত জায়েজ করা হয়। র‍্যাগিং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মাত্রায় কঠোরভাবে চর্চা করা হয়ে থাকে। মাত্রা কতটুকু হবে, তা নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানে এসব চর্চার পরম্পরার ওপর। বর্তমান ধাঁচের র‍্যাগিংয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে অলিম্পিক চলাকালে।[৩৬] আধুনিককালের র‍্যাগিংয়ের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এই চর্চা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছড়িয়েছে সশস্ত্র বাহিনী থেকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সশস্ত্র বাহিনী র‍্যাগিংয়ের আশ্রয় নিত। উদ্দেশ্য ছিল নতুনদের মধ্যে এই চেতনা ঢুকিয়ে দেওয়া যে ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা প্রেরণার চেয়ে

দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সফলতা আনা সম্ভব। সামরিক কায়দার র‍্যাগিংয়ের মতো নিষ্ঠুর আচরণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোদ্ধারা কলেজের শিক্ষকতায় ফিরে আসে।[৩৭]

বাংলাদেশ ও ভারত– দুই দেশেই বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে র‍্যাগিং করা খুবই সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। দুদেশেরই স্বনামধন্য মেডিকেল ও প্রকৌশল কলেজগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে র‍্যাগিং চর্চার ঐতিহ্য চলে আসছে। এর মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা নতুনদের কাছে নিজেদের পরিচিত করায়। এত দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে র‍্যাগিং সামাজিকভাবে কোনো খারাপ চর্চা হিসেবে বিবেচিত হতো না। নতুনদের খেলাচ্ছলে বিদ্রূপ করা বা নরম স্বরে বকা দেওয়া হিসেবে পরিচিত ছিল র‍্যাগিং। বয়োজ্যেষ্ঠরা এটা করত ভবিষ্যতে নতুনদের সামাজিকীকরণের পথ সুগম করার জন্য। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কিছু কর্মীর হাতে আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর এদেশের জন-আলোচনায় র‍্যাগিংয়ের ধারণা বদলে যায়।[৩৮] র‍্যাগিং এখন গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন জনমঞ্চে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতির অন্যতম ইস্যুতেও পরিণত হয়েছে র‍্যাগিং।[৩৯]

হেনস্তা ও র‍্যাগিংয়ের পাশাপাশি শিক্ষায়তনে ছাত্ররাজনীতির প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া এখন আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে যে ছাত্ররাজনীতি এবং সংগঠনভিত্তিক রাজনীতি থাকা উচিত, নাকি বন্ধ হওয়া উচিত।[৪০] বছরের পর বছর ধরে র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে বেশি আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে।

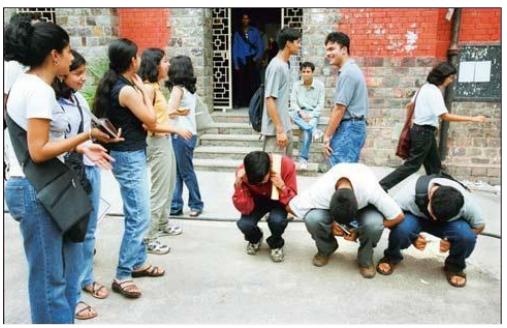

(ভারতের দিল্লিতে নতুন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগ দেওয়ার ছবি; সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস)

র‍্যাগিংয়ের চর্চার ফলে ভারতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এর ফলে সে দেশের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং ও হেনস্তার ঘটনা ঠেকাতে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছে। আমান কাচরু নামে দিল্লিতে জন্ম নেওয়া মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র ২০০৯ সালে হিমাচল প্রদেশের এক মেডিকেল কলেজে নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল সেই কলেজের মদ্যপ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী।[৪১] আমান নিহত হওয়ার পর র‍্যাগিং ঠেকাতে ভারত কিছু আইনি পরিবর্তন এনেছে। তার মৃত্যুর পর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহ বিপদ ঠেকাতে ২০০৯ সালে ইউজিসি একটি নীতি প্রস্তাব পাস করে।[৪২] সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ভারত

সরকার একটি জাতীয় র‍্যাগিংবিরোধী হেল্পলাইন চালু করে।[৪৩]

ভারত ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় র‍্যাগিং ও হেনস্তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু গুণগত পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতার গতিশীলতায় ছাত্ররাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[৪৪] যেসব শিক্ষার্থী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং বড় দুই ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা শিক্ষাজীবনে বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে চলাফেরা করতে পারে। সম্প্রতি কিছু বিখ্যাত সংবাদমাধ্যমের খবরে দেখা যায়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্যরা সাধারণত র‍্যাগিং ও হেনস্তার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে। যেসব শিক্ষার্থী ছাত্ররাজনীতিতে জড়াতে চায় না বা যারা ভিন্নমতে বিশ্বাস করে, তারা ছাত্রলীগের সদস্যদের মাধ্যমে র‍্যাগিং ও হেনস্তার শিকার হয়।[৪৫] বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যে অভিযোগের কথা শোনা যায় তা হলো, তারা অন্য শিক্ষার্থীদের ওপর জোর খাটায়। মিটিং-মিছিলের মতো সংগঠনের কার্যক্রমে যোগ দিতে জোর খাটানো হয়। জোর যে শুধু ছাত্রলীগের সদস্যদের ওপরই খাটানো হয় এমন নয়। অপরদিকে, ভারতের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্রত্ব থাকাকালীন ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত হওয়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বিশেষ করে মেডিকেল ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানগুলোয়। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহানুভূতি, পারস্পরিক আস্থা এবং দলগতভাগে কাজ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করার নামে বয়োজ্যেষ্ঠরা নতুন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং করে থাকে।[৪৬] ভারতের শিক্ষায়তনগুলোতে র‍্যাগিং ও হেনস্তার ঘটনা এতটাই ব্যাপক যে এই সমস্যাকে অনেক সময় জনস্বাস্থ্যের সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪৭] সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারতের ইউজিসির অর্থায়নে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সে দেশের সব কলেজে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী কোনো না কোন ধরনের র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছে।[৪৮]

‘র‍্যাগিং’ ও ‘হেনস্তা’ বলতে কী বোঝায়

‘হ্যাজিং’-এর উপমহাদেশীয় সংস্করণ হলো র‍্যাগিং। এর মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মৌখিকভাবে, মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে থাকে। মাঝেমধ্যে যৌন হয়রানিও হয়ে থাকে। সম্পর্কের সূচনা বা পরিচিতি পর্বের নামে বয়োজ্যেষ্ঠরা নতুন শিক্ষার্থীদের এমন নির্যাতন করে থাকে।[৪৯] র‍্যাগিং একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা। এটা জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। অনেক জনপ্রিয় কল্পকাহিনীতে র‍্যাগিংয়ের বর্ণনা আছে। এর মধ্যে রয়েছে চেতন ভগতের *ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান*, রোয়াল্ড ডালের *বয়*, এবং টম ব্রাউনের *স্কুলডেইস*।[৫০] জনপ্রিয় পপ তারকা টেইলর সুইফটের সুপারহিট গান ‘মিন’। সেই গানের বিষয়বস্তু ছিল বুলিং বা হেনস্তা। ২০০৯ সালে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহ

বিপদ ঠেকাতে ভারতের ইউজিসি নীতি পাস করে। এই নীতির তৃতীয় সংশোধনী অনুসমর্থিত হয় বা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায় ২০১৬ সালের ২৯ জুন। এই সংশোধনী মোতাবেক র‍্যাগিং বলতে বোঝানো হয়েছে 'গায়ের রং, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গ (তৃতীয় লিঙ্গসহ), যৌন রুচি, চেহারা, জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা, ভাষাগত পরিচয়, জন্মস্থান, বাসস্থান বা অর্থনৈতিক শ্রেণির ভিত্তিতে যেকোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন (যেমন হেনস্তা ও বহিষ্করণ), যা অন্য শিক্ষার্থীকে টার্গেট করে করা হয় (নতুন শিক্ষার্থী বা অন্য কেউ)।"[৫১] বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন র‍্যাগিং হিসেবে গণ্য হতে পারে, যার ফলে মানবাধিকার খর্ব হয়। যেমন: ১. ই-মেইল করা, কোনো কিছু পোস্ট করা, বা জনসম্মুখে অপমান করার মতো মৌখিক নির্যাতন; ২. যৌন নির্যাতন, সমকামী নির্যাতন, নগ্ন করা, অশ্লীল দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা, অশ্লীল কাজ বা অঙ্গভঙ্গি করাসহ যেকোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতন; ৩. আর্থিক নির্যাতন, চাঁদাবাজি, অথবা জোরপূর্বক ব্যয় বহন করানো; ৪. পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে এমন যেকোনো কাজ; ৫. মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন অথবা কোনো শিক্ষার্থীকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করা, যাতে সে উৎপীড়নের শিকার হয়।

হেনস্তার একটি উপধারা হলো র‍্যাগিং। হেনস্তা হলো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্রমাগত শত্রুতাপূর্ণ আচরণ, যার উদ্দেশ্য হলো মৌখিকভাবে, শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে অথবা যৌন আচরণের মাধ্যমে কারো ক্ষতি করা। একটি গবেষণা মোতাবেক, হেনস্তা হলো এমন ধরনের 'আগ্রাসী আচরণ যার অন্তত নিচের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে: (১) শত্রুতাপূর্ণ উদ্দেশ্য, (২) ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা এবং (৩) একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা।'[৫২] বাংলাদেশ ও ভারত– দু দেশেরই বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও হেনস্তা একটি পরিচিত ঘটনা। র‍্যাগিং সাধারণত নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বেলায় করা হয়। ফলে অন্যান্য ধরনের সহিংসতা, যেখানে নতুন-পুরনো শিক্ষার্থীর বিষয় নেই এবং র‍্যাগিংয়ের আওতায় পড়ে না, সেগুলো হেনস্তা হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতে র‍্যাগিং ও হেনস্তার প্রকারভেদ

বাংলাদেশ ও ভারতের দু দেশেই র‍্যাগিং ও হেনস্তার প্রকারভেদ প্রায় একই রকম। কিন্তু এসব নির্যাতন ঘটাতে সহায়ক যে পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। র‍্যাগিংয়ের ধরনের মধ্যে রয়েছে মৌখিক নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, সাইবার নির্যাতন, পোশাক পরিধান করিয়ে র‍্যাগিং, আর্থিক নির্যাতন ইত্যাদি। সব কটির ধরন একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সব ধরনের নির্যাতনে একটি বিষয় থাকবেই। আর তা হলো 'বল প্রয়োগ'। নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এমন কাজ করতে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা বাধ্য করে, যার ফলে র‍্যাগিংয়ের

শিকার শিক্ষার্থী সারা জীবনের জন্য মানসিক আঘাত বয়ে বেড়াতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন

যেসব র‍্যাগিংয়ের ফলে সাময়িক বা স্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক ট্রমা তৈরি হয়, সেগুলোকে মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশ ও ভারত– দু দেশেই মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে। এই ধরনের নির্যাতন সাধারণত শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে ঘটে। র‍্যাগিংয়ের ফলে যা ঘটে তার মধ্যে রয়েছে বয়োজ্যেষ্ঠদের ব্যাপারে ভীতি, মানসিক আঘাত এবং হীনম্মন্যতা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থী ২০১৮ সালের ৩ জুলাই র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা তাকে নির্যাতন করে; কারণ, সেই শিক্ষার্থী ছাত্রীনিবাসের নতুন নিয়মকানুন মুখস্থ করতে পারছিল না।[৫৩] ২০১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভর্তি হওয়া এক শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়ে যে সে কাউকে চিনতে পারছিল না।[৫৪]

শারীরিক নির্যাতন

অপরাধীর মাধ্যমে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো র‍্যাগিংয়ের ঘটনা বাংলাদেশ ও ভারত– দু দেশেই প্রচলিত ঘটনা। বাংলাদেশে আবরার ফাহাদ এবং ভারতে আমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হেনস্তা ও র‍্যাগিংয়ের মাধ্যমে ঘটা শারীরিক নির্যাতনের সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ। দুটি হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই প্রহার ও গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। প্রহার ও চড়-থাপ্পড়ের মতো শারীরিক নির্যাতনও ঘটে হোস্টেলে। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো শিক্ষার্থীর কক্ষে বা সাধারণ কোনো জায়গায় ডেকে আনা হয়। সেখানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ২০১২ সালে ভারতের বেঙ্গালুরে আজমল পিএম নামের বিমান প্রকৌশলের এক শিক্ষার্থীকে তার বয়োজ্যেষ্ঠরা গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৫৫] ২০১৯ সালের ২৪ জুন বাংলাদেশের শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাবার কক্ষে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ডেকে আনা হয়। সেখানে তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। কারণ, তারা লুঙ্গি পরে ছিল এবং কেউ কেউ বড়দের 'সালাম' দেয়নি।[৫৬]

পোশাক পরিধানের মাধ্যমে র‍্যাগিং

এই ধরনের র‍্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পোশাক পরতে বলা হয় অথবা খুব আনুষ্ঠানিক পোশাক (যেমন স্যুট) বা খুব অনানুষ্ঠানিক পোশাক (যেমন লুঙ্গি) পরার জন্য বাছাই করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের একজন শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিংয়ের পর ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। কারণ, সেই শিক্ষার্থী পরিচিতিমূলক ক্লাসে স্যুটের মতো আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে এসেছিল।[৫৭]

মৌখিক নির্যাতন

মৌখিক র‍্যাগিংয়ের মধ্যে রয়েছে বেফাঁস কথাবার্তা বা গালিগালাজ। নতুন শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয় হোস্টেলের নিয়মকানুন, অশ্লীল গানের কথা বা গালিগালাজ আবৃত্তি করতে। বড় কোনো জমায়েতের মধ্যে বারবার এগুলো তাদের আবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়। প্রতিষ্ঠানভেদে মৌখিক র‍্যাগিংয়ের ধরন ভিন্ন হতে পারে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয় বারবার একই কবিতা আবৃত্তি করতে, গান গাইতে অথবা নাচতে।

(সূত্র: দৈনিক থানঠি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮)

সাইবার হেনস্তা

ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে হয়রানি করাকে সাইবার হেনস্তা বলে। সাধারণত সাইবার হেনস্তার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অপদস্থ করা হয়, বিশেষ করে শিক্ষার্থী কিংবা কিশোর-কিশোরীদের। সাইবার হেনস্তার সাম্প্রতিক প্রবণতা হলো র‍্যাগিংয়ের ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য হলো র‍্যাগিংয়ের শিকার ব্যক্তিকে আরো বেশি হয়রানি করা।[৫৮] গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কারণ, তারা প্রথম বর্ষের দুজন শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিং করে সেই ঘটনার ভিডিও ধারণ করেছিল।[৫৯]

পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটানো

এ ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয় ক্লাস বা পড়াশোনাসংক্রান্ত কাজ ফাঁকি দিতে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়, বিশেষ করে হোস্টেলগুলোতে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা নতুনদের বাধ্য করে রাজনৈতিক কার্যক্রম, মিটিং বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে। এর ফলে তাদের পড়াশোনায় ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

আর্থিক নির্যাতন

আর্থিক নির্যাতনের মাত্রাটা হয় চরম পর্যায়ের। কারণ, এই ধরনের র‍্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষার্থীরা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে তাদের টাকাপয়সা দিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

যৌন নির্যাতন

এ ক্ষেত্রে জোরপূর্বক নগ্ন করা, হস্তমৈথুনে বাধ্য করা, অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া করতে বাধ্য করা ইত্যাদি ঘটে থাকে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের ঘটনা খুব একটা ফাঁস হয় না। কিন্তু এ রকম অসংখ্য ফাঁস না হওয়া ঘটনা আছে, যেখানে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীদের বর্তমান শিক্ষার্থীরা হয়রানি করেছে। ২০১৯ সালের ২৬ অক্টোবর চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীদের হয়রানির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ ছিল।[৬০]

বাংলাদেশ ও ভারতে র‍্যাগিং ও হেনস্তার পেছনে কারণ

> আবরার হত্যার অভিযুক্তরা অন্য শিক্ষার্থীদেরও নির্যাতন করত। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের সালাম না দিত কিংবা অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসি না দিত, তবে তারা এরকম র‍্যাগিং করত।...হত্যার পেছনে কোনো উদ্দেশ্যই পাওয়া যায়নি। আবরারের হত্যাকারীরা র‍্যাগিংয়ের নামে সহিংস আচরণ করত।
>
> - জনাব মনিরুল ইসলাম, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।[৬১]

অনেক সময় র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে গান গাওয়া, নাচা, ধাঁধার সমাধান করা ইত্যাদির মতো সাধারণ কৌতুকের তুলনা করা হয়।[৬২] জন-আলোচনায় অনেক সময় উল্লেখ করা হয় যে র‍্যাগিং চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। এটা বীরত্বের প্রতীক। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রতিবছর ভারত ও বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের নামে হয়রানির শিকার হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং ও হেনস্তার চর্চা বেশ কিছু কারণে গভীর।

প্রথমত, র‍্যাগিং ও হেনস্তার পেছনে মূল কারণ হলো পরম্পরা বা ঐতিহ্য। র‍্যাগিং হলো একধরনের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অদৃশ্য দায়িত্ব। র‍্যাগিংয়ের এই অদৃশ্য দায়িত্ব এক প্রজন্মের শিক্ষার্থী থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। কারণ, যারা র‍্যাগিং ও হেনস্তা করে, তারাও তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিক মানব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই তারা তাদের বয়োকনিষ্ঠ বা জুনিয়র শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং করবে। এই ধরনের পরম্পরা বিখ্যাত মেডিকেল ও প্রকৌশল কলেজগুলোয় চলে আসছে, বিশেষ করে ভারতে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে র‍্যাগিং ও হেনস্তার ঘটনা ঘটার পেছনে ছাত্ররাজনীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র। ছাত্রসংগঠনগুলোর ক্যাডাররাই হোস্টেলগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে তারাই নতুন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগ দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়। সাম্প্রতিক বিভিন্ন মাসে দৈনিক পত্রিকায় র‍্যাগিংয়ের যেসব খবর এসেছে, সেখানে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতাদেরই অভিযুক্ত করা হয়েছে। এসব খবরের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হয়েছে বুয়েটের আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা।

তৃতীয়ত, র‍্যাগিং ও হেনস্তার পেছনে আরেকটি কারণ হলো বরফ-গলানো, সামাজিকীকরণ, জুনিয়রদের কাছে সিনিয়রদের পরিচিত হওয়া। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কোথায় কী আছে, সেসবের সঙ্গে জুনিয়রদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার একটা

দায়িত্ব সিনিয়ররা অনুভব করে। আর এই দায়িত্ব পালনে তারা তথাকথিত র‍্যাগিংয়ের মতো 'মজা করার পদ্ধতি' বেছে নেয়।

চতুর্থ, র‍্যাগিং ও হেনস্তার চর্চার পেছনে আরেকটি কারণ হলো শ্রেয়তর ভাবা বা পুরুষত্ব প্রদর্শন করা। সিনিয়ররা জুনিয়রদের কাছে নিজেদের কঠোরতা দেখাতে চায়। আর সেটা তারা অত্যাচারের মতো বিকৃত পদ্ধতিতে প্রদর্শন করে থাকে। এক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাকে সদ্‌গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর নজির দেখা গেছে অনিক সরকারের ক্ষেত্রে। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ছিল অনিক। অভিযোগ রয়েছে, আবরার নিথর হয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত অনিক সরকার তাকে পিটিয়েছে। এর মাধ্যমে সে জুনিয়রদের দেখাতে চেয়েছে কীভাবে শিবির পেটাতে হয়[৬৩] (জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবিরের সদস্য হিসেবে অভিযুক্ত করে আবরারকে পেটানো হয়েছিল)।

পঞ্চমত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্তৃপক্ষের দিক থেকে তদারকি ও র‍্যাগিংবিরোধী পদক্ষেপের অভাব থাকাও শিক্ষায়তনে র‍্যাগিং ও হেনস্তা বেড়ে যাওয়ার পেছনে দায়ী। বুয়েট কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে আবরার ফাহাদের অবস্থা জানাতে ব্যর্থ হয়েছিল।[৬৪] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবসময়ই এ ধরনের ঘটনায় সাড়া দিতে দেরি করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত এ ধরনের ঘটনা গোপন করতে চায়। কারণ, ভিকটিমের দুর্ভোগের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সবশেষে, আমাদের সমাজে র‍্যাগিং ও হেনস্তার ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। প্রায়ই এসব ঘটনাকে নির্দোষ মজা বা কৌতুক হিসেবে ভাবা হয়। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের আগ পর্যন্ত র‍্যাগিং ও হেনস্তার ঘটনা বাংলাদেশে বহুলাংশেই উপেক্ষিত থেকেছে।

বাংলাদেশ ও ভারতে র‍্যাগিংবিরোধী আন্দোলন

ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যগতভাবেই র‍্যাগিংপ্রবণ। তাই বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে র‍্যাগিং ও হেনস্তা ঠেকাতে তৎপরতাও বেশি দেখা যায়। র‍্যাগিং নিষিদ্ধ করে ভারতে ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস হয়েছে। সে পথ এখনও বাংলাদেশ অনুসরণ করতে পারেনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আলাদাভাবে র‍্যাগিং ও হেনস্তার বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু সামষ্টিক কোনো পদক্ষেপ এখনও নেওয়া হয়নি।

ভারতে র‍্যাগিংবিরোধী আন্দোলন

ভারতের বেশ কিছু রাজ্য র‍্যাগিংবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে। ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে র‍্যাগিং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আইন পাস করেছে তামিলনাড়ু। এর বাইরেও ভারতের সর্বোচ্চ আদালত দুটো গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে, যার ফলে ভারতে র‍্যাগিংবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। প্রথম রায়টি ছিল ২০০১ সালে। এরপর ২০০৯

সালে হিমাচল প্রদেশে আমানের হত্যাকাণ্ডের পর দ্বিতীয় রায়টি আসে। সিবিআইয়ের সাবেক পরিচালক ড. আর কে রাঘবনের নেতৃত্বে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি সাত সদস্যবিশিষ্ট প্যানেল নিয়োগ করে। এই প্যানেলের কাজ ছিল জনস্বার্থে করা এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাগিংবিরোধী পদক্ষেপ সুপারিশ করা। ২০০৭ সালের মে মাসে রাঘবন কমিটি ২০৯ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। ভারতীয় পেনাল কোডের আওতায় একটি বিশেষ সেকশনে র‍্যাগিংকে অন্তর্ভুক্ত করতে সেই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছিল। ২০০৯ সালে আমান কাচরু হত্যাকাণ্ডের পর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ভয়ানক বিপদ ঠেকাতে নীতি পাস করে ভারতের ইউজিসি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহ বিপদ এবং তা ঠেকাতে পদক্ষেপ, রাঘবন কমিটি প্রতিবেদন ২০০৭

- র‍্যাগিং ঠেকানোর প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের ওপর
- র‍্যাগিং উচ্চশিক্ষার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে
- এই ভয়ানক বিপদ ঠেকানোর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা দেওয়া উচিত, ঠেকাতে না পারলে শাস্তিস্বরূপ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত
- কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া কিংবা ছাত্রত্বের দোহাই দিয়ে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে দেশের ফৌজদারি আইনের বিধান থেকে রেহাই দেওয়া যাবে না
- বিদ্যালয় পর্ব থেকে শিক্ষার্থীদের মনে মানবিক মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দিতে আমাদের ব্যর্থতা হিসেবে র‍্যাগিংকে বিবেচনা করতে হবে
- শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে সম্ভাব্য ‘র‍্যাগিংকারীদের’ আচরণগত ধারা চিহ্নিত করতে হবে
- র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এমন হতে হবে যেন তা অবশ্যই র‍্যাগিংয়ের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে পারে
- র‍্যাগিং ঠেকাতে যেকোনো পদক্ষেপ কার্যকর করতে বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

বাংলাদেশে র‍্যাগিংবিরোধী আন্দোলন

র‍্যাগিং ও হেনস্তাবিরোধী আইন পাস করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কোনো অর্জন নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশের ইউজিসি তাদের নিজস্ব সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং ও হেনস্তার বিরুদ্ধে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়েছে।[৬৫] ২০১৯ সালের ২৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে একটি অভিযোগ সেল চালু করেছে। শিক্ষায়তনে র‍্যাগিং ও হেনস্তা ঠেকাতে 'সিইউ স্টুডেন্ট কমপ্লেইন্ট সেল' চালু করা হয়।[৬৬] এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ইউজিসির সঙ্গে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বৈঠকে একটি রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়।[৬৭] এর বাইরেও ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বন্ধ করতে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং ও হেনস্তা বন্ধ করতে ইউজিসির পক্ষ থেকে একটি সামষ্টিক পদক্ষেপ গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপসংহারমূলক মন্তব্য

র‍্যাগিংসহ যেকোনো ধরনের হেনস্তাই ভুক্তভোগীর মনস্তত্ত্বে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। হেনস্তার মাধ্যমে সৃষ্ট মানসিক আঘাতের ফলে অনেক সমস্যা তৈরি হতে পারে, যেমন ক্রমাগত ভীতি, মনোযোগ হারানো, হীনম্মন্যতাবোধ, অপরাধবোধ ইত্যাদি। এর ফলে ভুক্তভোগীর পড়াশোনায় নিশ্চিতভাবেই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাছাড়া, বহু গবেষণায় দেখা গেছে, বিদ্যালয় পর্যায়ে র‍্যাগিং ও হেনস্তার ফলে আত্মহত্যার ঝুঁকি ব্যাপক আকারে বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে দেখা যায়, র‍্যাগিং ও হেনস্তা থেকে সমাজের কোনো উপকারই হয় না। এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুধু ক্ষতিই সাধিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারত– দু দেশেই র‍্যাগিং ও হেনস্তাবিরোধী প্রচারাভিযান দ্রুতবেগে চলছে। ভারত এক্ষেত্রে কিছুটা সফলতার মুখ দেখেছে। তারা বিনামূল্যে জনগণের জন্য হেল্পলাইন চালু করেছে। র‍্যাগিংয়ের শিকার শিক্ষার্থীরা সেখানে সাহায্য চাইতে পারে। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং ও হেনস্তা ঠেকাতে বাংলাদেশেরও উচিত একটি নিশ্ছিদ্র আইন প্রণয়ন করা এবং একটি বিনামূল্যের হেল্পলাইন চালু করা।

(সূত্রঃ নিউ এজ, ৩ এপ্রিল, ২০১৯)

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি সহিংসতা

ফাইজাহ সুলতানা

ভূমিকা

বাংলাদেশে নারী-পুরুষনির্বিশেষে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত।[৬৯] অনেক সংগ্রামের পর উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসে। কিন্তু নারীরা এর বাইরেও গতানুগতিক সামাজিক রীতি, জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য ও সহিংসতা পাড়ি দিয়ে তারপর উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। বহু বাধা পেরিয়ে তাদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন প্রায়ই সহিংসতার কালোছায়ায় নষ্ট হয়ে যায়।

মেয়েশিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় এসে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায়।[৭০] ২০১৮ সালে উচ্চশিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ১৬.৯৮ শতাংশ, যেখানে পুরুষ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই হার ছিল ২৪.০২ শতাংশ।[৭১] নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া এবং উচ্চশিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে বাল্যবিবাহ, আগেভাগে বিয়ে, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি কারণ রয়েছে। এসব সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ক্রমাগত তাদের পুরো শিক্ষাজীবনকে প্রভাবিত করে থাকে এবং সমস্যার সৃষ্টি করে।

নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি সহিংসতা: বিপিও প্ল্যাটফর্ম, বাছাইকৃত জীবনকাহিনী এবং প্রকাশিত উৎস থেকে প্রাপ্ত ঘটনা

বেশির ভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কিছু অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে। এসব আবাসিক হোস্টেলে আসনসংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আসন বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রশ্নসাপেক্ষ। তাছাড়া বসবাসের মানও গড়পড়তার নিচে। কিন্তু দেশের দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা নারী শিক্ষার্থীদের এই অবস্থার মধ্যে না থেকে আর কোনো উপায়ও নেই। মাঝেমধ্যে এসব তরুণী কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই তাদের সিনিয়রদের হাতে র‍্যাগিং ও হেনস্তার শিকার হয়।[৭২] তারা বাধ্য হয় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। প্রায়ই সিনিয়র পুরুষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের বাধ্য করা হয়। মাঝেমধ্যে তাদের বাধ্য করা হয় যৌন অঙ্গভঙ্গি ও নির্দিষ্ট নাচ অনুকরণ করে দেখাতে।[৭৩] বেশির ভাগ সময় এসব ঘটনার পর নারী শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক আঘাত বয়ে বেড়ায়।[৭৪] [৭৫]

রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের মাধ্যমে চালানো নির্যাতনেরও শিকার হয় নারী শিক্ষার্থীরা।[৭৬] [৭৭] চর্চাটা এমন যে নারী শিক্ষার্থীদের মিছিলের সামনে রাখা হয় যেন হামলাকারীরা সামনে থেকে হামলা চালালে নারীদের ওপর হামলা করতে ইতস্ততবোধ করে।[৭৮]

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বহিরাগতদের মাধ্যমেও নারী শিক্ষার্থীরা অপ্রত্যাশিত যৌন হয়রানির শিকার হয়। নারী শিক্ষার্থীরা যেসব সহিংসতার সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে প্রবল ও অজানা সহিংসতা।[৭৯] বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ, শিক্ষার্থী বা বহিরাগতদের দ্বারা কোনো না কোনো যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৭৬ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী। এ ধরনের সহিংসতার উপস্থিতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি।[৮০] এ ধরনের সহিংসতা শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়।[৮১] যৌন সহিংসতার কারণে একজন নারী শিক্ষার্থীর পড়াশোনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে নারী শিক্ষার্থীরা আত্মবিধ্বংসী কাজ করে বসে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা বহিরাগতদের মাধ্যমে যৌন হয়রানির কারণে নারী শিক্ষার্থীদের আত্মসম্ভ্রম ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়, যা অনেক সময় প্রকাশিত হয় না। বিপিওর উপাত্ত, অন্যান্য প্রকাশিত উৎস এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান থেকে শিক্ষায়তনে যৌন সহিংসতার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

বেশির ভাগ সময় নারী শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানির শিকার হয় তাদের সহপাঠী, অন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মাধ্যমে। বিপিও থেকে প্রাপ্ত একটি ঘটনা দৈনিক *নিউ এজ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক একজন নারী শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে ও যৌনাচারের মাধ্যমে বেশ কয়েকবার হয়রানি করে। এরপর ভুক্তভোগী তার নিজ বিভাগে সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়।[৮২] আরেক শিক্ষার্থী তার বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বছরোর্ধ্ব বিদেশি ভাষার একজন শিক্ষকের কাছ থেকে একই রকম যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। সেই শিক্ষার্থীও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় এবং হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল।[৮৩] দৈনিক *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে দেখা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে তার সহপাঠী প্রেমের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সেই সহপাঠী ওই নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।[৮৪] বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরেই নারী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উৎসব ও জমায়েতের সময় যৌন আঘাত ও সহিংসতার শিকার হয়।[৮৫] উৎসব চলাকালীন এক নারী শিক্ষার্থী বহিরাগতের দ্বারা যৌন আঘাতের শিকার হয়।[৮৬]

বিপিওর উপাত্ত ও ক্ষুদ্র আখ্যান থেকে বিশ্লেষণ

নারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শিক্ষায়তনে সহিংসতার তথ্য সংরক্ষণ করেছে বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও)। এই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ক্ষুদ্র আখ্যানও রয়েছে বিপিওর কাছে। এসব আখ্যান ও বিপিওর উপাত্তের মাধ্যমে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার ঘটনা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু এটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে নারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার সব তথ্য

সংগ্রহ করা গেছে, বিশেষ করে যখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্ষমতার সম্পর্ক[৮৭] এবং বহু 'ভীতির উপাদান'[৮৮] বিদ্যমান থাকে, যার ফলে এসব ক্ষমতার সম্পর্ক শোষণ করা আরো সহজ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনা ফাঁস না হওয়ার কারণ এবং ভীতির কারণ দূর না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যাবে না।

যৌন হয়রানি ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা

বাংলাদেশের হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। নির্দেশে বলা হয়েছিল সেই কমিটির বেশির ভাগ সদস্য হতে হবে নারী এবং সম্ভব হলে কমিটির প্রধান হবেন একজন নারী। সেই নির্দেশের দশ বছর পর স্বনামধন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেশ কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, ৪০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক কমিটি গঠন করা হয়নি।[৮৯] [৯০] বিদ্যমান কিছু কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগও রয়েছে যে তারা সঠিকভাবে কাজ করছে না।

উপসংহার

এ দেশে নারীর ক্ষমতায়নের পথে বহু বাধা রয়েছে। এর মধ্যে বাল্যবিবাহ, আগেভাগে বিয়ে এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক চর্চা অন্যতম। উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ কম হওয়ার পেছনে এসব সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এসব কারণকে আরো জোরদার করবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি প্রয়োজনীয়।

শিক্ষায়তনে সহিংসতার ওপর কিছু বাছাইকৃত ক্ষুদ্র আখ্যান

‘বর্তমান পরিস্থিতিও ওয়ান-ইলেভেনের মতো। যদি কেউ ভিন্নমত পোষণ করে, সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে, সত্যের পক্ষে বা মিথ্যার বিরুদ্ধে কথা বলে, তাহলে তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার শিকার হয়। তাদের শারীরিক ও মানসিক– দুভাবেই নির্যাতন করা হয়। এটাও দেখা যায় যে ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে শিক্ষার্থীদের নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। একজন ছাত্রনেতা হিসেবে আমি মনে করি, অন্য ছাত্রসংগঠনের কোনো সদস্য যদি রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করে, তাহলে তাকে নির্যাতন করার অধিকার কারো নেই। যদি তারা গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী বা রাষ্ট্রদ্রোহী মানসিকতাও ধারণ করে, তবু নিজ হাতে আইন তুলে নেওয়া যায় না। যদি কোনো অপরাধ ঘটে থাকে, তাহলে দেশের আইন অনুযায়ী অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। আমরা খুব বেশি হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অপরাধ বা ঘটনা সম্পর্কে জানাতে পারি।’

– আনিসুর রহমান খন্দকার অনিক, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী, ডাকসু ২০১৯, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্যানেল।

‘আমি চরম মাত্রার কোনো সহিংসতার শিকার হইনি। তবে একজন আদিবাসী মেয়ে হিসেবে উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছি। হেঁটে যাওয়ার সময় অন্যরা পেছন থেকে আমার মাতৃভাষা নিয়ে বিদ্রূপ করে। এছাড়া আমি শারীরিক আঘাতের শিকারও হয়েছি। ২০১৮ সালের সরস্বতীপূজার সময় আঘাতের একটি ঘটনা ঘটে। সাধারণত আমি পূজামণ্ডপে যাই না। কিন্তু সে বছর আমার কিছু বন্ধুবান্ধব এসেছিল। সেজন্যই আমি বিকেলে তাদের সঙ্গে জগন্নাথ হলে পূজা দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছিলাম। খাবার কিনতে একটি দোকানে যাই আমরা। আমি সেই খাবারের দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বুঝলাম যে কেউ আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। প্রথমে আমি ব্যাপারটা পাত্তা দেইনি। ভেবেছি ভিড়ের মধ্যে হয়তো ভুলবশত ঘটনাটি ঘটেছে। কিন্তু আবারও আমি একই ব্যাপার টের পেলাম যে কেউ একজন পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। লোকটা কে, তা দেখার জন্য পেছনে ফিরি। আমার মনে আছে যে এই একই লোক আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে একই কাজ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, পূজার সংগঠকরা মাইকে ঘোষণা করছিল, যদি কোনো ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, তাহলে যেন তাদের জানানো হয়। তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলার পর সে মাফ চাওয়া শুরু করল। কিন্তু তবু আমি তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেই। কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, কেউ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।’

– একজন আদিবাসী নারী শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

‘২০১৬ সালে আমি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে (আইএমএল) জার্মান ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হই। সেই কোর্সের শিক্ষকের বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর। প্রথম দিন ক্লাসে তিনি নিজেকে বয়স বিবেচনায় দাদা হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করার চেষ্টা করে। একদিন তার ক্লাসে আমি টের পেলাম, সে আমার পিঠে হাত বোলাচ্ছে। আমি হকচকিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম এটা কি আসলেই সম্ভব? কারণ, আমি চেয়ারে বসে নোট নিচ্ছিলাম আর তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি ভাবলাম এটা আমার মনের ভুল। তাই উপেক্ষা করে গেলাম। পরে দেখলাম ক্লাসে সে আমার প্রতি আলাদাভাবে নজর দেওয়া শুরু করেছে। অনেকবার এমন হয়েছে যে সে আমাকে ক্লাসে সবার সামনে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে আমার প্রতি তার আবেগ বোঝানোর চেষ্টা করত। কিন্তু আমি খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়তাম। ধীরে ধীরে আমি সন্দেহ করা শুরু করলাম। বুঝলাম যে ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয়। আমি তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতাম। দুই মাস পর আমাদের প্রথম পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। ফলাফলে শীর্ষস্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। সে আমাকে বলল যে আমি জার্মানিতে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারি। আমাদের কোর্স শুরু হওয়ার সময় থেকেই সে বলত যে জার্মানির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই সে আমাদের বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবে। বৃত্তির জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া জানতে চাইলে সে কখনোই সঠিকভাবে উত্তর দিত না। যাহোক, একদিন ক্লাস শেষে সে আমাকে বৃত্তির ব্যাপারে তার সঙ্গে দেখা করতে বলল। যেহেতু আমি তার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলাম, তাই আমার এক বন্ধুকে বললাম সে যেন আমার সঙ্গে থাকে। জানালাম যে আমি একা দেখা করতে চাই না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সেই কোর্স শিক্ষক বেরিয়ে এসে দেখল যে আমার বন্ধু এখনও আমার সঙ্গে আছে। সঙ্গে অন্য আরো কিছু শিক্ষার্থীও আছে। সে এসে বলল যে আমাকে সে আলাদাভাবে বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করতে চায়। এটা শোনার পর আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে তার মতলব ভালো না। সে দিনের পর আমি সেই কোর্স বাতিল করে দেই।’

– অন্তরা ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী।

‘প্রথম বর্ষে যখন আবাসিক হলে থাকতে গেলাম, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। আমি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের (প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন) সদস্য ছিলাম। ফলে তারা আমাকে হলে থাকতে দেয়নি। প্রথম বর্ষে আমার বন্ধু অনিন্দ্য মন্ডল একটি কক্ষে থাকা শুরু করল। সেই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছিল ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নিয়ন্ত্রণে। কয়েক মাস পর, আমার বন্ধু বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেয়। এরপর সে কক্ষ পরিবর্তন করে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সঙ্গে থাকা শুরু করে। একদিন সে তার পুরোনো কক্ষ থেকে বই, বাক্স, কাপড় ইত্যাদি আনতে যায়। কিন্তু ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা তার জিনিসপত্র তাকে ফেরত দিবে না বলে জানায়। অনিন্দ্য যখন প্রতিবাদ জানায় তখন তারা তাকে মারতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক রাজিব দাস তাদের থামাতে চাইলে তাকেও মারধর করা হয়। অনিন্দ্যের দোষ ছিল সে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু জগন্নাথ হলের প্রশাসন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।’

– আব্দুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরর অঙ্কন ও মুদ্রণ বিভাগের শিক্ষার্থী; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

‘প্রথম বর্ষে আমাকে গণরুমে (বড় একটি কক্ষে ৩০ থেকে ৪০ জন একসাথে থাকে) থাকতে হয়েছে। আমার হলে সব নতুন শিক্ষার্থীকে থাকার জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বড় ভাইরা অনেক কক্ষ দখল করে রেখেছে। তাই নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের গণরুমে থাকতে হয়েছে।’

– আব্দুল মমিন, সূর্য সেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

‘আমি ডাকসু নির্বাচনে একজন প্রার্থী ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা ভালো নয়। আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি শিক্ষকরাও আমার নিরাপত্তা নিয়ে ভীত হয়ে পড়ে। প্রার্থী হতে হলে দুজন বর্তমান শিক্ষার্থীকে আমার সমর্থক হতে হতো। কিন্তু শুরুতে ভয় পেয়ে কেউ আমার সমর্থক হতে রাজি হয়নি। তাদের ভয় ছিল যদি আমাকে সমর্থন দেয়, তাহলে তারাও বিপদে পড়বে।’

– কানিতা ইয়া লাম-লাম, ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

‘আমার মনে পড়ে ২০১৭ সালের ২৯ জুলাইয়ের কথা। সেদিন সিনেট ভবনে উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল নির্বাচন চলছিল। আমরা সিনেট ভবনের বাইরে আন্দোলন করছিলাম। আমাদের দাবি ছিল ‘ডাকসু নির্বাচনের আগে প্যানেল নির্বাচন চলবে না’। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ শিক্ষকরা আমাদের ওপর হামলা চালায়। তারা আমাদের শারীরিকভাবে আঘাত করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের শিক্ষকও ছিলেন না; তারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিলেন।’

– আবু রায়হান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী; বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

‘শিক্ষায়তনে সহিংসতা এড়ানো অসম্ভব। এর অন্যতম কারণ হলো আবাসিক হলগুলোতে আসনসংকট। এই সংকটের কারণেই একজনের থাকার জায়গায় থাকছে পাঁচজন শিক্ষার্থী। এটা সত্য যে ছাত্রসংগঠনগুলো আবাসিক হলের আসন বণ্টন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আসন বণ্টন যদি হল প্রশাসনের হাতেও থাকত, আমার মনে হয় না তারাও সমস্যার সমাধান করতে পারত। কারণ, ৫০০ শিক্ষার্থীর থাকার জায়গায় ২ হাজার শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।’

– মাজহারুল কবির শায়ন, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।

‘গত বছরের কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলন– দুটোয় আমি যুক্ত ছিলাম। উপাচার্য স্যারের কার্যালয়ে শিক্ষার্থী নির্যাতনের বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলনেও আমি যুক্ত ছিলাম। ছাত্রলীগ আমাদের ওপর হামলা করে। আমাদের একটি কক্ষে আটক করে রাখা হয়। ছেলে নেতারা ছেলেদের আর মেয়ে নেত্রীরা মেয়েদের শারীরিকভাবে আঘাত করে। তারা আবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করে।’

– নুসরাত জাবিন বিভা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী।

* ক্ষুদ্র আখ্যানগুলো সংগ্রহ করেছেন মাশিয়াত জাফরিন হিয়া, মারিয়ুম ইসলাম, নজরুল ইসলাম, এবং কে এম শাহরিয়ার হোসেন। তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী এবং সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের শিক্ষানবিশ। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসব আখ্যান তারা সংগ্রহ করেছেন।

শিক্ষায়তনে সহিংসতা বিষয়ে মন্তব্য

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী[৯১]

সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর কিছু বিপথগামী শিক্ষার্থীর আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে ক্ষমতা ফলানোকে শিক্ষায়তনে সহিংসতা বলা যায়। সহিংসতার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জোর করে শোডাউন ও মিছিলে পাঠানো, আবাসিক হলের ক্যান্টিনে খেয়ে টাকা না দেওয়া এবং ইদানীং যৌন নির্যাতনে যুক্ত হওয়া। সহিংসতা চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যখন কোনো শিক্ষার্থী এর ফলে মারা যায়। তাদের ক্ষমতার উৎস হলো ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য এবং দায়মুক্তির নিশ্চয়তা। শিক্ষায়তনে সহিংসতার এই চর্চা মূলত শুরু হয় আইয়ুব খানের আমলে যখন আব্দুল মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর নিযুক্ত হয়। তিনি 'ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন' (এনএসএফ) নামে একটি সংগঠন গঠন করেন। এরাই প্রথম সহিংসতার ব্যবহার শুরু করে, যদিও তখন অবস্থা এতটা ব্যাপক ছিল না। এনএসএফের ছেলেরা হকস্টিক বা ক্রিকেট স্টাম্পের মতো ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহার করত; এখনকার মতো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করত না। পাশাপাশি র‍্যাগিং সংস্কৃতিও ছিল, কিন্তু এখনকার মতো এতটা সহিংস ছিল না। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনে সহিংসতা ব্যাপক আকারে বেড়ে যায়। সহিংসতা শুধু যে গুণগতভাবে বেড়েছে তা নয় (আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার), বরং সংখ্যার দিক থেকেও বেড়েছে (সহিংসতার ব্যাপক মাত্রা)।

অতীতের দুটো বড় সহিংসতার ঘটনার চিত্র আমি দিতে পারি। প্রথমটি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে সাত শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। সূর্য সেন হলের সাত শিক্ষার্থীকে মুহসীন হলের টেলিভিশন কক্ষে ডেকে এনে গুলি করে মারা হয়। আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব যখন সহিংসতায় রূপ নেয়, তখন সেই সাত শিক্ষার্থীকে গুলি করে মারা হয়। অপর ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সময়। ছাত্রলীগ তখন দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ছিল

সরকারপন্থী, যাদের বলা হতো মুজিববাদী। অপর পক্ষটি ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), যারা নিজেদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদী হিসেবে পরিচয় দিত। এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। নির্বাচন চলাকালীন যখন মুজিববাদীরা দেখল জাসদ জয়ী হতে যাচ্ছে, তখন তারা ব্যালট পেপার কেড়ে নেয়। এই ঘটনা ঘটে কলাভবনে যেখানে চূড়ান্ত গণনা হওয়ার কথা ছিল। এর ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে বোমা বিস্ফোরণের কারণে। এ দুটি ঘটনা শিক্ষায়তনে সহিংসতার নতুন মাত্রা যোগ করে।

আমার ধারণা, এসব সহিংসতার পেছনে দুটো মূল কারণ রয়েছে। প্রথমত, সরকারের পক্ষ থেকে অদৃশ্য সমর্থন রয়েছে, যার জোরেই সরকারপন্থী শিক্ষার্থীরা এসব সহিংসতা চালায়। দ্বিতীয়ত, একধরনের নিশ্চয়তা আছে যে সরকারপন্থী শিক্ষার্থীরা আইনের আওতার বাইরে। এই সমস্যা সামলাতে হলে আমার মনে হয় আধিপত্যবাদী শিক্ষার্থীদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। প্রথম চ্যালেঞ্জটি জানাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকেই। সাধারণ শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি নিশ্চিত করার দায়িত্ব বর্তায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর। বর্তমানে হলের আসন বরাদ্দের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগ। সেখানে হলের গৃহশিক্ষক যেমন কর্তৃত্ব খাটাতে পারেন না, তেমনি প্রভোস্টও পারেন না। এই অবস্থা বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অন্য ছাত্রসংগঠনগুলোও ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। ছাত্রলীগের আধিপত্যের কারণে ছাত্রদল বা ছাত্র ইউনিয়নের মতো সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে না। আর মূল কাজটি হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। তারা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আইনের প্রয়োগ এবং আইনবহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তি নিশ্চিত করে তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এসব চ্যালেঞ্জ কেউ জানায় না বলেই সহিংসতাপ্রবণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যেতে পারছে। আমার মনে হয় এদের নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়মিত করা। শিক্ষক সমিতির নির্বাচন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংঘের নির্বাচনও নিয়মিত হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো ছাত্র সংসদের নির্বাচন। বিগত ২৮ বছরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচন সন্তোষজনক ছিল না। অনেক দিক থেকেই এই নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ। যদি নিয়মিত নির্বাচন হয়, তাহলে নির্বাচিত পরিষদ তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এর মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যার ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিতা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি জবাবদিহিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

এসবের অনুপস্থিতির কারণেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার জন্ম হচ্ছে।

এই সহিংসতার বিরুদ্ধে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক সমিতি রয়েছে। তাদের ভূমিকা শুধু নিজেদের পেশাগত স্বার্থ দেখভাল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বা বিদ্যায়তনিক পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারেও তাদের নজর দেওয়া উচিত। তবে আফসোস করে বলতে হয় যে এসব শিক্ষক সমিতির মধ্যেও দলাদলি ঢুকে পড়েছে। ফলে তাদের বিদ্যায়তনিক কর্মকাণ্ড পালন বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের সময়ই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। তাই সরকারপন্থী প্রার্থীরাই অগ্রাধিকার পান। নিয়োগ পাওয়া এসব শিক্ষক তখন আর তাদের প্রত্যাশিত বিদ্যায়তনিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

সাম্প্রতিক সহিংসতার পরিসংখ্যান দেখলে বুঝতে পারি যে পরিস্থিতি ভয়াবহ। এখান থেকে বোঝা যায়, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নেই। নিজেদের ঘরের পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তন ও আবাসিক হল হওয়ার কথা ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কিন্তু দেখা যায় শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের শিক্ষায়তনেই সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এখান থেকে একটি বড় প্রপঞ্চের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আর তা হলো সমাজেও নিরাপত্তা নেই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ হওয়ার কথা ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে লালনপালন করা, মুক্তস্বাধীনভাবে তাদের কাজ করতে দেওয়া যেন তারা সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের প্রত্যাশিত কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সমাজের অগ্রগামী হতে পারেনি। প্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবেই তারা যে বিষয়টি মূর্ত ও প্রতিফলিত করে, তা হলো সর্বত্র বিরাজমান সহিংসতা।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায়তনের পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। এটা ছিল পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বাস্তবায়নের কাজটি করেছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। এই ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্বিত হচ্ছে, এমনকি শারীরিকভাবেও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এর মাধ্যমে সহিংসতা ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও অদক্ষতাও প্রকাশ পায়। শিক্ষার্থীরা যেন সৃজনশীল হয়, সে লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্লেষণমূলক চিন্তার উন্মেষ ঘটানো এবং মতামত সঞ্চালনার সক্ষমতা তৈরি করে দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। নিশ্চিত করে বললে, আবরার ফাহাদের মৃত্যু থেকে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যাশিত এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

শিক্ষায়তনে এই ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এটাই উপযুক্ত সময়। আমরা এমন এক ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি, যেখানে মানুষের নিরাপত্তার অধিকার নেই। হত্যাকাণ্ড ও গুম করে ফেলার ঘটনা ঘটছে নিয়মিত। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। এর পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়মিত নিশ্চিত করতে হবে যেন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকে। এর মাধ্যমে সারা দেশের জন্যও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রশাসনের ভূমিকা আরো বেশি দৃশ্যমান ও কার্যকর করতে হবে। প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া চলবে না। এটা একটা অপরাধ। সহিংসতামুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ সবকিছুই নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের নিজেদের কর্মকাণ্ড ও চিন্তাভাবনায় হতে হবে সৃজনশীল। মনের মধ্যে সৃজনশীলতা ও অনুসন্ধিৎসু প্রতিপালন করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে এগুলো সম্ভব নয়। এ জন্য তাদের মতাদর্শের ভিত্তিতে একত্র হওয়ার অনুমতি দিতে হবে এবং উৎসাহিতও করতে হবে। এখন শিক্ষায়তনে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। সঠিকভাবে কাজ করতে হলে বিদ্যায়তনিক জীবন থেকে এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মানবিক সহিষ্ণুতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

পরিশিষ্ট

বিপিও কোডবুক অনুযায়ী কিছু সংজ্ঞাগত স্পষ্টতা।

গানফাইট বা বন্দুকযুদ্ধ: রাষ্ট্রবহির্ভূত সশস্ত্র গোষ্ঠীর বাইরে অন্যান্য অপরাধী, জঙ্গি বা অন্য অনিয়মিত বাহিনীর উদ্দেশে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর গোলাগুলি।

ক্ল্যাশ বা সংঘাত: যুদ্ধ বা বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া যখন দুই দলের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহিংসতা ঘটে। উদাহরণ: বিবদমান রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা যখন সংঘাতে জড়ায়।

অ্যাসাল্ট বা আঘাত: কোনো এক ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর একপক্ষীয় সহিংসতা। উদাহরণ: কোনো অপরাধী যখন ছুরিকাঘাত করে বা কাউকে গুলি করে।

ফাইট বা সংঘর্ষ: ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহিংসতা। উদাহরণ: তিন-চারজনের মধ্যে ঝগড়া।

সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট বা যৌন আঘাত: কোনো একজন ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর মাধ্যমে একপক্ষীয় যৌন সহিংসতা, যেমন ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টা।

ডেস্ট্রাকশন অব প্রপার্টি বা সম্পত্তির বিনাশ: সম্পত্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে একপক্ষীয় সহিংসতা। উদাহরণ: উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভাঙচুর চালানো বা অগ্নিসংযোগ করা।

মব ভায়োলেন্স বা গণসহিংসতা (বড় গোষ্ঠীগত আঘাত): কোনো ব্যক্তি বা তুলনামূলক ছোট বা প্রতিরক্ষাহীন কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনতা বা বড় কোনো গোষ্ঠীর একপক্ষীয় সহিংসতা। উদাহরণ: কোনো চোরকে গণপিটুনি বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুর দোকান ও বাড়ি লুট করা।

তথ্যসূত্র

১. সহিংস ঘটনা: বিপিও কোডবুক অনুযায়ী, যে ঘটনায় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এমনভাবে শারীরিক শক্তির ব্যবহার ঘটায়, যার ফলে ব্যক্তি বা সম্পত্তির মৃত্যু, আহত হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের শারীরিক ক্ষতি সাধিত হয় বা হতে পারে।

২. **অহিংস ঘটনা:** বিপিও কোডবুক অনুযায়ী, যে ঘটনায় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শারীরিক শক্তির ব্যবহার ঘটায় না, কিন্তু তবুও এর ফলে ব্যক্তি বা সম্পত্তির মৃত্যু, আহত হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের শারীরিক ক্ষতি সাধিত হয় বা হতে পারে, যেমন, গ্রেপ্তার, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম।

৩. ৫৯টি ঘটনার মধ্যে ৪৫টি ঘটনাই ছিল অপহরণ। আর বাকিগুলো ছিল উদ্ধারের ঘটনা।

৪. সিজিএস পিস রিপোর্টের ৩ নম্বর ভলিউমের ৩ নম্বর সংখ্যায় এ বিষয়ে যথাযথ ও অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে বিপিওর উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। পাওয়া যাবে: http://peaceobservatory-cgs.org/#/peace_report

৫. Arafat, F. M. (2019). "Fake News Phenomenon in Bangladesh." CGS Peace Report, Volume 3, Issue 3, Pp. 19-20. Accessed: 15 November 2019. Available at: http://peaceobservatory-cgs.org/#/peace_report ("'No-one listened to what she said': Witnesses recount lynching of a mother in Bangladesh" 24 July 2019. Cited in https://bdnews24.com/bangladesh/2019/07/24/no-onelistened-to-what-she-said-witnesses-recount-lynchingof-a-mother-in-bangladesh (Accessed August 22 2019).

৬. "Probe report in Badda lynching case on November 25" 27 October 2019. Cited in https://daily-sun.com/amp/post/434331 (Accessed 23 November 2019).

৭. মানুষ বলি দেওয়ার জন্য ছেলেধরার গুজবের সঙ্গে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য রক্তদান প্রয়োজন বলে যে গুজব রয়েছে, তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

৮. জনসংখ্যার উপাত্ত নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর করা পপুলেশন অ্যান্ড হাউজিং সেনসাস ২০১১ থেকে। পাওয়া যাবে: http://www.bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/Population-and-Housing-Censং

৯. সংঘাতের ঘটনায় ৩০-৬০ জন মানুষ আহত হয় বলে জানা যায়।

১০. "1 killed in a clash over car parking in Sunamganj (In Bengali)" Cited in https://www.ekaratoa.com/2019/06/21/3/details/3_r7_c5.jpg , https://www.ekaratoa.com/2019/06/21/7/details/7_r19_c4.jpg (Accessed 23 November 2019).

১১. *The Daily Ittefaq* (2019), 1 August 2019, Page 5.

১২. "30 injured in a clash over land dispute in Habiganj (In Bengali)" Cited in http://www.ekaratoa.com/2019/07/24/14/details/14_r19_c5.jpg (Accessed 23 November 2019).

১৩. "1 killed in a clash in Habiganj; 33 detained (In Bengali)" Cited in https://www.ekaratoa.com/2019/06/09/5/details/5_r5_c2.jpg (Accessed 23 November 2019).

১৪. "Pistol from Police was hijacked in Baufol (In Bengali)" Cited in https://epaper.ittefaq.com.bd/2019/06/25/images/16_105.jpg (Accessed 23 November 2019).

১৫. "40 injured in Brahmanbaria clash over beef (In Bengali)" Cited in http://epaper.observerbd.com/2019/06/09/7/details/7_r4_c1.jpg (Accessed 23 November 2019).

১৬. "30 including police injured in a clash in Sarail (In Bengali)" Cited in https://epaper.ittefaq.com.bd/2019/06/20/images/15_107.jpg (Accessed 23 November 2019).

১৭. “32 Injured in a bloody clash in Banskhali (In Bengali)” Cited in https://www.edainikpurbokone.net/content/2019/2019-06-26/zoom_view/e01.jpg (Accessed 23 November 2019).

১৮. “Getting tough on campus violence” 13 May 2019. Cited in https://www.dhakatribune.com/opinion/editorial/2018/05/13/getting-tough-on-campus-violence (Accessed 11 November 2019)

১৯. “Abrar murder and campus violence” 11 November 2019. Cited in https://www.thedailystar.net/opinion/education/news/abrar-murder-and-campus-violence-1811995 (Accessed 15 November 2019)

২০. “Student Politics: Story of glory and degeneration” 16 December 2012. Cited in https://archive.thedailystar.net/suppliments/victory_day/2012/pg6.htm (Accessed 19 November 2019)

২১. “Abrar Fahad: Killing of Bangladesh student triggers protests” 8 October 2019. Cited in https://www.bbc.com/news/world-asia-49979097 (Accessed 30 November 2019).

২২. “Commentary: It’s culture of impunity that killed Abrar” 11 October 2019. Cited in https://www.thedailystar.net/frontpage/commentary-its-culture-impunity-killed-abrar-1812199 (Accessed 30 November 2019).

২৩. “Killings on Campuses: No punishment in most cases” 9 October 2019. Cited in https://www.thedailystar.net/frontpage/news/killings-campuses-no-punishment-most-cases-1811218 (Accessed 10 November 2019).

২৪. *ibid.*

২৫. *ibid*.

২৬. Philip G. Altbach, “The Politics of Students and Faculty”, *Journal of Education and Social Change, 1993*.

২৭. Mohammad Hannan, *Bangladesher Chatro Andoloner Itihash 1972-2000 (History of Bengal students’ movement 1972-2000*) (Dhaka: Agami, 2016).

২৮. Bert Suykens, “A Hundred Per Cent Good Man Cannot do Politics’: Violent self-sacrifice, student authority, and party-state integration in Bangladesh, *Modern Asian Studies*, May 2018.

২৯. *ibid.*

৩০. M. Hossain, M. Alam and S. Sahriar, “Students’ Perceptions Study on ‘Student Politics’ in Bangladesh*”, International Journal of Economics and Empirical Research, 2014.*

৩১. এসব ঘটনায় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শারীরিক শক্তির ব্যবহার ঘটায়নি, কিন্তু তবু এর ফলে ব্যক্তি বা সম্পত্তির মৃত্যু, আহত হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের শারীরিক ক্ষতি সাধিত হয় বা হতে পারে।

৩২. গবেষণা উপাত্ত বিশ্লেষক, বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও), সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস)। যোগাযোগের ঠিকানা: *fmarafat79@gmail.com*

৩৩. Diana Dias, and Maria José Sá. "Initiation rituals in university as lever for group cohesion." Journal of Further and Higher Education 38, no. 4 (2014): 447-464.

৩৪. Rajesh Garg. "Ragging: a public health problem in India." Indian journal of medical sciences 63, no. 6 (2009).

৩৫. “Expel all 25 accused of Abrar murder” 15 November 2019. Cited in https://www.thedailystar.net/backpage/news/expel-all-25-accused-abrar-murder-1827268 (Accessed 20 November 2019).

৩৬. “Ragging needs social ban, more than laws” 22 March 2019. Cited in https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/deep-focus/Ragging-needs-social-ban-more-than-laws/articleshow/4298362.cms (Accessed 10 November 2019).

৩৭. *Ibid.*

৩৮. “Abrar Fahad killing: Bangladesh student was beaten for four hours” 9 October 2019. Cited in https://www.bbc.com/news/world-asia-49986893(Accessed 20 November 2019).

৩৯. “Breaking Ragging Bragging Culture” Cited in https://www.daily-sun.com/amp/post/440834 (Accessed 20 November 2019).

৪০. “Stop torture at public universities” 12 October 2019. Cited in https://en.prothomalo.com/opinion/news/203159/Stop-torture-at-public-universities?fbclid=IwAR0SEGOQdvCmZG9AAdSI-eNNsSKmZ8WRuFxooy4esjyaOG3ZWOOsV1t6ffY (Accessed 20 November 2019).

৪১. “Medical student killed in ragging” 10 March 2009. Cited in https://timesofindia.indiatimes.com/india/Medical-student-killed-in-ragging/articleshow/4247603.cms (Accessed 20 November 2019).

৪২. "Curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions" Cited in https://www.ugc.ac.in/pdfnews/0913656_ARC-Supreme-Court.pdf(Accessed 21 November 2019).

৪৩. “Time to criminalize ragging” 14 October 2019. Cited in https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2019/10/14/time-to-criminalize-ragging(Accessed 21 November 2019).

৪৪. “The consequences of student politics” 18 October 2019. Cited in https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2019/10/18/the-consequences-of-student-politics(Accessed 21 November 2019).

৪৫. “Stories of BCL torture at BUET coming out after Abrar murder” 10 October 2019. Cited in https://bdnews24.com/campus/2019/10/10/stories-of-bcl-torture-at-buet-coming-out-after-abrar-murder (Accessed 22 November 2019).

৪৬. “Society Against Violence in Education (SAVE)” Cited in https://www.no2ragging.org/ragging.html (Accessed 22 November 2019).

৪৭. *Op.cit,* Rajesh Garg.

৪৮. “40% are ragged, less than 9% speak out: UGC-funded study” 21 January 2016. Cited in https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/40-are-ragged-less-than-9-speak-out-ugc-funded-study/ (Accessed 22 November 2019).

৪৯. Maia Castaldelli, João Maurício, Silvia Saboia Martins, Dinesh Bhugra, Marcelo Polazzo Machado, Arthur Guerra De Andrade, Clóvis Alexandrino-Silva, Sérgio Baldassin, and Tania Côrrea de Toledo Ferraz Alves. "Does ragging play a role in medical student depression—cause or effect?." Journal of affective disorders 139, no. 3 (2012): 291-297.

৫০. *Op.cit,* Rajesh Garg.

৫১. "Curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions" Cited in https://www.ugc.ac.in/pdfnews/0913656_ARC-Supreme-Court.pdf (Accessed 21 November 2019).

৫২. Annalaura Nocentini, Juan Calmaestra, Anja Schultze-Krumbholz, Herbert Scheithauer, Rosario Ortega, and Ersilia Menesini. "Cyberbullying: Labels, behaviours and definition in three European countries." Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 20, no. 2 (2010): 129-142.

৫৩. "RU female student faces severe ragging, hospitalized" 3 July 2018. Cited in http://www.theindependentbd.com/arcprint/details/156234/2018-07-03(Accessed 21 November 2019).

৫৪. "JU student traumatised by ragging" 11 February 2018. Cited in https://en.prothomalo.com/youth/news/170935/JU-student-traumatised-by-ragging?fbclid=IwAR0EDxLP2C6BtWVrwAm39aunrq1eqRL2yP398TG6Libm7fhRxPMbcQI9dWw(Accessed 21 November 2019).

৫৫. "Bangalore ragging victim dies in hospital" 31 March 2012. Cited in https://www.dnaindia.com/bangalore/report-bangalore-ragging-victim-dies-in-hospital-1669701 (Accessed 21 November 2019).

৫৬. "BCL 'torture cells' at Sher-e-Bangla Agricultural University" 19 October 2019. Cited in https://en.prothomalo.com/bangladesh/news/203495/BCL-%E2%80%98torture-cells%E2%80%99-at-Sher-e-Bangla-Agricultural?fbclid=IwAR2dHQrclqkhbteWBDx5p6JX0lOKGt62OUe9fKwVNnD9MUF4-z8SLJ2fvgU (Accessed 22 November 2019).

৫৭. “Terrible ragging at RU!” 28 January 2018. Cited in https://www.observerbd.com/details.php?id=119205&fbclid=IwAR0et5z9LWwVnMdALjMzQxXQS2WGbwSFA90x5FNGMGh0drIJWLdQI6n0Y-w (Accessed 22 November 2019).

৫৮. “BCL leader among six expelled for ragging at MBSTU” 12 March 2019. Cited in http://www.newagebd.net/article/67149/bcl-leader-among-six-expelled-for-ragging-at-mbstu?fbclid=IwAR2UVvEMjausFnI809SUqNnObScbRzf-nXEQhXf3sdnU9GQhWIiRUXObRH8(Accessed 22 November 2019).

৫৯. “6 BSMRSTU students expelled for ragging freshers” 4 February 2019. Cited in https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2019/02/04/6-bsmrstu-students-expelled-for-ragging-freshers?fbclid=IwAR0PLnDnjzPQ2-AmSHw9KOHJaEeNOInVZyde7tIdYJT9mo6af0wu1HKe_TI (Accessed 22 November 2019).

৬০. “3 Chittagong University students detained over ragging” 26 October 2019. Cited in https://tbsnews.net/bangladesh/3-chittagong-university-students-detained-over-ragging?fbclid=IwAR3dXOi54iavdhKFmMJrvLVcEPWlpYtaOWnr2WlzdviBlLu-uiLoRrgTvck (Accessed 22 November 2019).

৬১. “'Abrar’s killers abused political affiliation'” 13 November 2019. Cited in https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2019/11/13/police-abrar-s-killers-created-reign-of-terror-on-buet-campus (Accessed 22 November 2019).

৬২. “Society Against Violence in Education (SAVE)” Cited in https://www.no2ragging.org/ragging.html (Accessed 22 November 2019).

৬৩. “Beat him until he was motionless” 13 October 2019. Cited in https://www.thedailystar.net/frontpage/abrar-fahad-murder%3A-anik-sarkar-beat-him-until-he-was-motionless-1812979 (Accessed 22 November 2019).

৬৪. “'Abrar’s killers abused political affiliation'” 13 November 2019. Cited in https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2019/11/13/police-abrar-s-killers-created-reign-of-terror-on-buet-campus (Accessed 22 November 2019).

৬৫. ibid.

৬৬. “CU launches complaint cell to prevent ragging, torture” 23 October 2019. Cited in https://www.dhakatribune.com/bangladesh/education/2019/10/23/cu-launches-complaint-cell-to-prevent-harassment-ragging-torture?fbclid=IwAR1thEbr-kQnc-7lmET2GzVCiiaXFOtbcbJjFsSvRuP7NIjb7bnfHtlMly4(Accessed 21 November 2019).

৬৭. “Body formed to end JU ragging problem” 4 September 2018. Cited in https://www.daily-sun.com/post/333746/2018/09/04/Body-formed-to-end-JU-ragging-problem?fbclid=IwAR1sMONpnhbcL9DwQle6ikPl9QzWVlJMw0GcFG8HLTXGDK9b10nBTkzbGJM(Accessed 21 November 2019).

৬৮. “RU forms anti-ragging body following incident” 24 January 2019. Cited in https://today.thefinancialexpress.com.bd/print/ru-forms-anti-ragging-

body-following-incident-1548257710?fbclid=IwAR2H3RvbisfMOD-IOhfFBKbXmAuUSJ3kZGI1O02oM_U0L9g8sMqSOqL21Zw (Accessed 21 November 2019).

৬৯. World Bank, *Bangladesh: Country Summary of Higher Education*, 2 December 2007, Cited in- https://bit.ly/379XDSZ , last access on- 18 November 2019.

৭০. Bangladesh Bureau of Statistics 2017, *Education Scenario in Bangladesh: Gender Perspective*, Cited in- https://bit.ly/37glccL , last access on- 18 November 2019.

৭১. UNESCO, Bangladesh, http://uis.unesco.org/en/country/bd , last access on- 18 November 2019.

৭২. 'সম্পর্ক বজায় রাখতে' ছাত্রী হলে র‍্যাগিং (Ragging in the Girls' Dormitory to 'Maintain Bond') , 30 September 2018, Cited in- https://bit.ly/2YNCx9g , last accessed on- 15 December 2019.

৭৩. ইবিতে র‍্যাগিং স্টাইঃ ছাত্রীদের মুখে সিগারেট, প্রেমের প্রস্তাব! (Ragging Style in IU: Release smoke in the female students' faces, Love proposal) , 21 February 2019, Cited in- https://www.amadershomoy.com/bn/2019/02/21/799818.htm , last access on- 15 December 2019.

৭৪. শাবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ের সময় জ্ঞান হারালেন ছাত্রী (Female student senseless while being ragged in SUST), 29 January 2016, Cited in https://bit.ly/2YQ6dTp , Last accessed on- 15 December 2019

৭৫. সিকৃবিতে র‍্যাগিং স্টাইল, কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যান ছাত্রী! (Ragging in SAU: Female student left crying), 24 January 2019, Cited in https://bit.ly/36CYavS , Last accessed on- 15 December 2019.

৭৬. ”50 injured in BCL attacks at DU” 24 January 2018, Cited in- http://epaper.newagebd.net/24-01-2018/1 , last access on- 18 November 2019.

৭৭. ইডেন কলেজে ছাত্রীকে পেটাল ছাত্রলীগ (Chhatra League beat up a student at Eden College), 09 February, 2017, Cited in- https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1077497 , last access on- 15 December 2019.

৭৮. Micro-narrative of Kaneta Eya Lam-Lam, collected by BPO team.

৭৯. N Jahan, *A deafening Culture of silence*, The Daily Star, 06 April 2016, Cited in- https://www.thedailystar.net/star-weekend/spotlight/deafening-culture-silence-1558549 , last access on- 15 December 2019.

৮০. *Situational Analysis of Sexual Harassment of Tertiary Level Education Institutions in and around Dhaka*, UNWomen & HDRC, 2013, Cited in- https://bit.ly/2qX8YFA , last access on- 15 December 2019.

৮১. *Guidance Note: On Campus Violence Prevention and Response*, UNWomen, 2018, Cited in- https://bit.ly/32XEMaq, Last accessed on- 15 December 2019.

৮২. *RU teacher accused of sexual harassment*, 26 June 2019, Cited in- http://epaper.newagebd.net/images/26_06_2019/regular_41945_news_1561496082.jpg , Last accessed on- 15 December 2019.

৮৩. Micro-narrative of Antara Islam, Collected by BPO team.

৮৪. শিক্ষার্থীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টায় জাবি ছাত্রকে পুলিশে সোপর্দ (A JU student handed over to the police for attempting to rape a female students), 6 April 2018, Cited in- https://epaper.ittefaq.com.bd/2018/04/05/images/14_109.jpg , last access on- 18 November 2019.

৮৫. *On Facebook, They open up, 8 March*, 2018, Cited in- http://epaper.thedailystar.net/index.php?opt=view&page=2&date=2018-03-08 , last access on- 18 November 2019.

৮৬. Micro-narrative of Kshema Chakma, collected by BPO team.

৮৭. Donna J. Benson, and Gregg E. Thomson. "Sexual Harassment on a University Campus: The Confluence of Authority Relations, Sexual Interest and Gender Stratification." Social Problems 29, no. 3 (1982): 236-51. doi:10.2307/800157, Last accessed on- 15 December 2019.

৮৮. World Health Organization 2012, Understanding and addressing violence against women, Cited in- https://bit.ly/2OjVnQt , Last accessed on- 15 December 2019.

৮৯. M Abdullah, *No sexual harassment committees in 40% universities, despite 10 years of HC directive*, The Dhaka Tribune, 28 September 2019, Cited in- https://bit.ly/2OhCYns , Last accessed on- 15 December 2019.

৯০. M Alamgir, *Cell to Fight Sexual Harassment: 10 yrs on, 60pc schools yet to act on HC order*, The Daily Star, 23 May, 2019, Cited in- https://www.thedailystar.net/frontpage/news/cell-fight-sexual-harassment-1747621 , Last accessed on- 15 December 2019.

৯১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন আশিক মাহমুদ, আরডিএ, সিজিএস।